যিশু খ্রিস্টের প্রকাশ - নম্বর এক

প্রকাশের বীজ: দৃষ্টান্ত থেকে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বুনন উন্মোচন

Jeff Pippenger

2023-07-29

বাইবেলে যুক্তরাষ্ট্রকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বের অন্তিম সময়ে যুক্তরাষ্ট্রকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে এমন বাইবেলের বেশ কয়েকটি অংশ আছে। প্রকাশিত বাক্যের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিতীয়, অর্থাৎ দুই শিঙযুক্ত সেই পশু হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা ভূমি থেকে উঠে আসে এবং পশুর চিহ্ন না থাকলে সমগ্র বিশ্বকে কেনা-বেচা করতে নিষেধ করে।

> আমি দেখলাম, পৃথিবী থেকে আর-একটি পশু উঠে আসছে; তার দুটি শিং ছিল মেষশাবকের মতো, কিন্তু সে কথা বলত ড্রাগনের মতো। সে তার সামনে প্রথম পশুর সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এবং পৃথিবী ও তাতে বাস করা লোকদের বাধ্য করে যাতে তারা সেই প্রথম পশুকে উপাসনা করে—যার মরণঘাতী ক্ষত সেরে উঠেছিল। সে মহৎ আশ্চর্যকর্ম করে, এমনকি মানুষের চোখের সামনে আকাশ থেকে পৃথিবীর ওপর আগুন নামিয়ে আনে, এবং পশুর সামনে যা আশ্চর্যকর্ম করার ক্ষমতা তার ছিল, সেগুলোর দ্বারা সে পৃথিবীতে বসবাসকারী লোকদের প্রতারণা করে; পৃথিবীতে বসবাসকারীদের বলে যে তারা পশুর জন্য একটি মূর্তি তৈরি করুক—যে তলোয়ারের আঘাতে আহত হয়েছিল, তবু বেঁচে ছিল। এবং পশুর মূর্তিকে প্রাণ দিতে তার ক্ষমতা ছিল, যাতে পশুর মূর্তি কথা বলতেও পারে, এবং যতজন পশুর মূর্তিকে উপাসনা করবে না তাদের হত্যা করা হয়। আর সে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, স্বাধীন ও দাস—সকলকেই তাদের ডান হাতে বা কপালে একটি চিহ্ন গ্রহণ করতে বাধ্য করে; এবং যেন কেউ কিনতে বা বিক্রি করতে না পারে, কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যার কাছে সেই চিহ্ন, বা পশুর নাম, অথবা তার নামের সংখ্যা আছে।
>
> এখানেই জ্ঞান। যার বুদ্ধি আছে, সে পশুর সংখ্যা গণনা করুক: কারণ এটি মানুষের সংখ্যা; আর তার সংখ্যা হলো ছয়শো ছেষট্টি। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১-১৮।

এই পাঠাংশে দ্বিশৃঙ্গ ভূমির পশুর সঙ্গে সম্পর্কিত সাতটি প্রধান ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সে তার আগে যে পশু ছিল, তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে; সে পৃথিবীর সবাইকে তার আগে যে পশু ছিল তাকে উপাসনা করতে বাধ্য করে; সে এমন মহান আশ্চর্য কাজ করে যা সমস্ত মানুষ দেখে; সে সমগ্র পৃথিবীকে প্রতারিত করে এবং পৃথিবীকে আদেশ দেয় যাতে তারা তার আগে যে পশু ছিল তার একটি মূর্তি তৈরি করে; সে সেই পশুর মূর্তিকে প্রাণ দেয় এবং তা কথা বলে; সে মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে ওই পশুর মূর্তিকে উপাসনা করতে বাধ্য করে; এবং সে সমগ্র পৃথিবীকে কপালে বা হাতে সেই চিহ্ন গ্রহণ করতে বাধ্য করে এবং যাদের কাছে পশুর চিহ্ন, নাম বা সংখ্যা নেই তাদের কেনা-বেচা নিষিদ্ধ করে।

একাদশ পদে যে ‘পৃথিবী থেকে উঠে আসে’ সেই পশুর দ্বারা সম্পাদিত প্রতারণার কাজ এতটাই প্রতারণামূলক ও শক্তিশালী যে তা ‘পৃথিবীতে বসবাসকারী’দের প্রতারিত করে। সমগ্র বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা প্রতারিত হবে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের মণ্ডলী ব্যতীত—সমগ্র বিশ্ব খ্রিস্টবিরোধীর চিহ্ন গ্রহণ করতে প্রতারিত হবে। এই বিশ্বব্যাপী প্রতারণার আগে যে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত ঘটনাগুলি ঘটবার কথা, সেগুলি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

বাইবেলের এমন কিছু গল্প আছে যা অধিকাংশ মানুষই জানে, যদিও তা কেবল উপরিভাগীয় স্তরেই হোক। অধিকাংশই মোশি ও ফারাও, দানিয়েল ও নবূখদনেজর, কিংবা যিশু ও পিলাতের সংঘর্ষের কথা শুনেছে। মানুষ এই বাইবেলীয় গল্পগুলোকে বিভিন্ন মাত্রার বোঝাপড়ায় জানে, কিন্তু তারা সবসময় উপলব্ধি করে না যে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী রাজা ও রাজ্যগুলোকে সরাসরি এবং অত্যন্ত নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে। মোশি, দানিয়েল এবং খ্রিস্টের ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই ছিল। মিসর, বাবিল এবং রোম—এই তিনটিই তাদের নিজ নিজ রাজ্য সম্পর্কে করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ইতিহাসে পূর্ণ হওয়ার আগেই বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ঈশ্বর কখনো বদলান না।

> কারণ আমি প্রভু; আমি পরিবর্তন করি না; সুতরাং যাকোবের সন্তানরা তোমরা বিনষ্ট হওনি। মালাখি ৩:৬।

> যিশু খ্রিস্ট গতকাল, আজ এবং চিরকাল একই। হিব্রু ১৩:৮।

ঈশ্বর কখনো পরিবর্তন হন না—এই সত্যটি প্রকাশিত বাক্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পৃথিবী থেকে উঠা দুই শিংওয়ালা পশু সম্পর্কে আমাদের বিবেচনায় কিছু সহজ যুক্তি প্রয়োগ করতে আমাদের সাহায্য করে। কারণ আমরা জানি যে ঈশ্বর মিশর, বাবিল ও রোম—এই রাজ্যগুলিকে সরাসরি চিহ্নিত করে এমন ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন, যখন তারা প্রত্যেকে ঈশ্বরের মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিল এবং তাকে নির্যাতন করেছিল, সুতরাং আমরা প্রকাশিত বাক্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সেই পৃথিবী থেকে উঠা পশু সম্পর্কেও কিছু সত্য স্থাপন করতে পারি। মিশর, বাবিল ও রোমের মতোই, পৃথিবী থেকে উঠা সেই পশুটিও যে জাতির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, ইতিহাসে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার আগেই বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে সরাসরি চিহ্নিত থাকবে। আমি বলছি, আমরা এই সত্যটি একটি খুবই সহজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বাইবেলীয় নিয়মের ভিত্তিতে স্থাপন করতে পারি। সে নিয়মটি বলে যে, দুইজনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

> দুই বা তিন জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড পাবে; কিন্তু এক জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না। ব্যবস্থাবিবরণী ১৭:৬।

> একজন সাক্ষী কোনো লোকের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ বা কোনো পাপের জন্য—সে যে কোনো পাপই করুক না কেন—উঠে দাঁড়াবে না; দুইজন সাক্ষীর মুখে বা তিনজন সাক্ষীর মুখে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যবস্থাবিবরণী ১৯:১৫

> আমি তৃতীয়বারের মতো তোমাদের কাছে আসছি। দুই বা তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্যে প্রত্যেক বিষয় প্রতিষ্ঠিত হবে। ২ করিন্থীয় ১৩:১।

> কোনো প্রবীণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করো না, যদি না দুই বা তিনজন সাক্ষির সাক্ষ্যে হয়। ১ তীমথিয় ৫:১৯।

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বেই বলেছিল যে, ঈশ্বর যখন মিসরের বিদ্রোহী ফেরাউনের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন, তখন প্রাচীন মিসরের পতন ঘটবে। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী প্রাচীন বাবিলনের উত্থান ও পতনেরও পূর্ববাণী দিয়েছিল এবং বাবিলনের বিদ্রোহী রাজাদের সঙ্গেও মোকাবিলা করেছিল। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী পৌত্তলিক রোমের সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের পূর্ববাণী দিয়েছিল এবং রোমের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিনিধিদের চিহ্নিত করে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করেছিল। ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় চরিত্রের ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য—প্রকাশিত বাক্য তেরো

অধ্যায়ের পৃথিবী থেকে ওঠা পশু—নিশ্চয়ই বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা চিহ্নিত হবে।

প্রকাশিত বাক্য তেরোর পৃথিবীর পশুর ভাববাণী যখন পূর্ণ হবে, তখন ঈশ্বরের মণ্ডলী পৃথিবীর পশুর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতে পড়বে, যেমনটি মোশি, দানিয়েল ও খ্রিষ্টের মাধ্যমে ভাববাণীমূলকভাবে চিত্রিত হয়েছে। পৃথিবীর শেষ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভাববাণীমূলক ভূমিকা বাইবেলের ভাববাণীর একটি প্রধান বিষয়। বাইবেলের ভাববাণীতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা চিহ্নিত করে এমন বাইবেলীয় তথ্য আমরা যখন উন্মোচন করব, আমরা বাইবেলের মধ্যেই পাওয়া বিধিগুলো প্রয়োগ করব, কারণ ঈশ্বরের বাক্যের কোনো মানবীয় সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। প্রাচীন ইস্রায়েলকে আনুষ্ঠানিক বিধি, স্বাস্থ্যবিধি, দশটি নৈতিক বিধান, কৃষিবিধি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল। ঈশ্বর সুবিন্যস্ত।

> সব কিছু যথোচিতভাবে এবং শৃঙ্খলাপূর্বক করা হোক। ১ করিন্থীয় ১৪:৪০।

বাইবেলীয় বিবরণে এমন কোনো সাক্ষ্য নেই যা ইঙ্গিত করে যে ঈশ্বর-প্রদত্ত নিয়মগুলো স্রেফ উপেক্ষা করলে কেউ আশীর্বাদ পাবে। ভবিষ্যদ্বাণীর অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে বাইবেলে এবং বাইবেলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যার নিয়মগুলোকে যদি কেউ উপেক্ষা করে, তবে আশীর্বাদ পাওয়ার প্রত্যাশা কে-ই বা করতে পারে?

> এখন এসো, আমরা পরস্পর বিচার-বিবেচনা করি, প্রভু বলেন: যদিও তোমাদের পাপ রক্তবর্ণের মতো, তবুও তা তুষারের মতো সাদা হবে; যদিও তা কির্মিজের মতো লাল, তবুও তা উলের মতো হবে। ইশাইয়া ১:১৮।

আমরা যখন বাইবেলীয় নিয়মগুলো প্রয়োগ করি, তখন নিয়মগুলো সত্য না মিথ্যা—তা নির্ধারণ ও যাচাই করার কাজ আমরা বাইবেলকেই করতে দেব। ঈশ্বরের নানাবিধ নিয়মের মতোই, এ নিয়মগুলোরও সবসময় একটি শয়তানি নকল থাকে। তাই কোনো সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যখন কোনো নিয়ম প্রয়োগ করা হয়, তখন চিহ্নিত সত্য এবং প্রয়োগকৃত নিয়ম—উভয়টিকেই পরীক্ষা করা আবশ্যক।

> প্রিয়জনেরা, প্রত্যেক আত্মাকে বিশ্বাস কোরো না; বরং আত্মাদের পরীক্ষা করো, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে কি না; কারণ অনেক মিথ্যা ভাববাদী জগতে বেরিয়েছে। ১ যোহন ৪:১।

এই গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভূমিকা চিহ্নিত করার বিষয়টির বাইরে, আরেকটি উদ্দেশ্য হলো প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের সেই গোপন বার্তাটি চিহ্নিত করা, যা যীশু এই নির্দিষ্ট প্রজন্ম পর্যন্ত লুকিয়ে রেখেছিলেন।

> গোপন বিষয়গুলো আমাদের প্রভু ঈশ্বরেরই; কিন্তু যে বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো আমাদের ও আমাদের সন্তানদের জন্য চিরকাল, যাতে আমরা এই ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য পালন করি। দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯।

ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রহস্যগুলি যখন উন্মোচিত হয়, তখন তা সেই সকলকে তাঁর বিধি পালন করতে সক্ষম করার উদ্দেশ্যেই, যারা সেই রহস্য গ্রহণ করে। মানুষ কেবল তখনই তাঁর বিধি মানতে পারে, যখন তা তাদের হৃদয়ে লেখা থাকে। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে যে রহস্যটি উন্মোচিত হচ্ছে, তা আমাদের অন্তঃস্থল ও হৃদয়ে ঈশ্বরের বিধি লিখে দেওয়ার যে প্রক্রিয়াটি পবিত্র আত্মা সম্পন্ন করছেন, তারই অংশ। ঈশ্বরের লোকদের কাছে যে রহস্য প্রকাশিত হয়, তা যদি এবং যখন বিশ্বাসের দ্বারা গ্রহণ করা হয়, তখন তা নতুন চুক্তি প্রতিষ্ঠা করে।

দেখ, দিন আসছে, প্রভু বলেন, যখন আমি ইস্রায়েলের গৃহ এবং যিহূদার গৃহের সঙ্গে একটি নতুন চুক্তি করব: তাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে যে চুক্তি আমি করেছিলাম, যেদিন আমি তাদের হাত ধরে মিশরদেশ থেকে বের করে এনেছিলাম, সেই চুক্তির মতো নয়; আমার সেই চুক্তিটি তারা ভেঙে ফেলেছিল, যদিও আমি তাদের স্বামী ছিলাম, প্রভু বলেন। কিন্তু এই হবে সেই চুক্তি, যা আমি সেই দিনগুলোর পরে ইস্রায়েলের গৃহের সঙ্গে করব, প্রভু বলেন: আমি আমার ব্যবস্থা তাদের অন্তরে দেব এবং তা তাদের হৃদয়ে লিখব; আমি তাদের ঈশ্বর হব, আর তারা হবে আমার প্রজা। যিরমিয় ৩১:৩১-৩৩।

"এই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ দিনগুলোতে, তাঁর আজ্ঞা পালনকারী জনগণের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তি নবায়িত হবে।" রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪।

প্রকাশিত বাক্য ১:১-৩ চূড়ান্ত সতর্কতামূলক বার্তা:

যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ, যা ঈশ্বর তাঁকে দিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর দাসদের সেই বিষয়সমূহ দেখান যা শীঘ্রই ঘটতে হবে; এবং তিনি তা তাঁর স্বর্গদূতের মাধ্যমে চিহ্নের দ্বারা তাঁর দাস যোহনকে জানালেন। তিনি ঈশ্বরের বাক্য ও যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য এবং তিনি যা যা দেখেছিলেন, সেসবেরই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ধন্য সেই ব্যক্তি যে পড়ে, এবং তারা যারা এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্যগুলি শোনে ও তাতে লিখিত বিষয়গুলি পালন করে; কারণ সময় নিকটবর্তী। প্রকাশিত বাক্য ১:১-৩।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পদ উল্লেখ করে যে "যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশ" মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত বার্তা। এটি স্পষ্টতই একটি বার্তা, কারণ "যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশ" তাঁকে স্বর্গীয় পিতার কাছ থেকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তাঁর দাসদের দেখানো যায় যে কী "অচিরেই অবশ্যই ঘটবে"।

আমাদের বলা হয়েছে এই কথা বিবেচনা করতে যে "পবিত্র আত্মা এমনভাবে বিষয়গুলোকে গঠন করেছেন, উভয় ক্ষেত্রেই— ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানের ক্ষেত্রে" এবং "বর্ণিত ঘটনাবলিতেও।".

পবিত্র আত্মা ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানের ক্ষেত্রেও এবং উপস্থাপিত ঘটনাবলীতেও বিষয়গুলো এমনভাবে গঠন করেছেন, যাতে শিক্ষা দেওয়া হয় যে মানব মাধ্যমকে দৃষ্টির আড়ালে রাখা, খ্রিস্টে লুকানো, এবং স্বর্গের প্রভু ঈশ্বর ও তাঁর বিধিকে উচ্চে স্থাপিত ও মহিমান্বিত করা উচিত। দানিয়েলের পুস্তক পড়ুন। সেখানে উপস্থাপিত রাজ্যসমূহের ইতিহাস বিন্দু ধরে ধরে মনে আনুন। Testimonies to Ministers, 112.

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পদে "চিত্রিত ঘটনাবলি" এবং "ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান" সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরে ঈশ্বর কীভাবে ধাপে ধাপে মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দেন, এবং আরও চিহ্নিত করে যে জানানো সেই বার্তার নাম "যীশু খ্রিস্টের প্রকাশ"।

এরপর যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের কাছ থেকে যে বার্তাটি পেয়েছিলেন, তা নিয়ে দুটি কাজ করলেন। তিনি তাঁর দূতের মাধ্যমে বার্তাটি পাঠালেন, এবং সেই দূতের মাধ্যমেই তাঁর বার্তাটি প্রকাশও করলেন। তারপর তাঁর সেই দূত বার্তাটি নবী যোহনের কাছে নিয়ে গেলেন; যোহন তা লিখে রাখলেন এবং তোমার ও আমার জন্য তা কলসিয়াগুলিতে পাঠালেন। প্রথম তিনটি পদ "পবিত্র আত্মা" কর্তৃক "এভাবে গঠিত" হয়েছিল, যাতে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত "বার্তা" এবং "যোগাযোগের প্রক্রিয়া"—উভয়টির ওপরই জোর দেওয়া হয়।

আমরা যে তিনটি পদ বিবেচনা করছি, তা মানবজাতির প্রতি চূড়ান্ত বার্তা উপস্থাপন করে, কিন্তু কেবল চূড়ান্ত বার্তা নয়—তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, এই তিনটি পদ পৃথিবী গ্রহের প্রতি চূড়ান্ত 'সতর্কবার্তা'র প্রতিনিধিত্ব করে। বার্তার 'সতর্কতা' বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট হয় যখন একটি শ্রেণীর মানুষকে 'ধন্য' বলা হয়, কারণ তারা 'সেখানে যা লেখা আছে' তা পড়ছে, শুনছে এবং পালন করছে। এমন একটি শ্রেণীর মানুষ আছে যারা 'যীশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্য' হিসেবে উপস্থাপিত এই সতর্কবার্তাটি না পড়বে, না শুনবে। তাদের ধন্য হওয়া অসম্ভব। এটা স্পষ্ট যে যদি এমন একটি শ্রেণী থাকে যারা সেখানে লেখা বিষয়গুলো পড়া, শোনা ও পালন করার জন্য ধন্য, তবে এমন একটি শ্রেণীও আছে যারা ধন্য নয়। কোনো ব্যক্তি কি যীশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্যের বার্তাটি পড়বে, শুনবে এবং পালন করবে? যদি করে, তবে সে ধন্য হবে; না করলে সে অভিশপ্ত হবে।

> "নবী বলেন: 'যে পড়ে, সে ধন্য'—এমনও আছে যারা পড়বে না; আশীর্বাদ তাদের জন্য নয়। 'আর যারা শোনে'—কিছু লোকও আছে যারা ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত কোনো কথা শুনতেই অস্বীকার করে; এই শ্রেণির জন্য আশীর্বাদ নয়। 'এবং সেখানে যা লেখা আছে, তা পালন কর'—প্রকাশিত বাক্যে অন্তর্ভুক্ত সতর্কবাণী ও নির্দেশনাগুলো মানতে অনেকেই অস্বীকার করে; এদের মধ্যে কেউই প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ দাবি করতে পারে না। যারা ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়গুলিকে উপহাস করে এবং এখানে গম্ভীরভাবে প্রদত্ত প্রতীকগুলিকে বিদ্রূপ করে, যারা তাদের জীবন সংশোধন করতে এবং মনুষ্যপুত্রের আগমনের জন্য প্রস্তুত হতে অস্বীকার করে—তারা আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে।" দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ৩৪১।

তৃতীয় পদে "সময় নিকটবর্তী" এই অভিব্যক্তিটি নির্দেশ করে যে ইতিহাসে শেষ সতর্কবার্তাটি এসে পৌঁছানোর একটি নির্দিষ্ট সময় বোঝানো হয়েছে। "সময়,"—(একটি নির্দিষ্ট সময়)—"নিকটবর্তী।" একটি নির্দিষ্ট সময় আসন্ন, কারণ তা নিকটবর্তী; এবং ঈশ্বরের লোকেরা (যোহন দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত) সেই "সময়" আসার আগেই বার্তাটি বুঝতে পারেন। যোহন প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থটি লিখেছিলেন, তবু এই পদগুলো নির্দেশ করে যে খ্রিস্টাব্দ ১০০-এর বহু পরে ইতিহাসে এমন এক সময় আসবে, যখন চূড়ান্ত সতর্কবার্তাটি ঘোষিত হবে। যখন সেই "সময়" "নিকটবর্তী" হবে, তখন "যে বিষয়গুলো অচিরেই ঘটতে হবে"—এমনটি চিহ্নিত করা বার্তাটি ঈশ্বরের দাসদের কাছে প্রকাশ করা হবে।

এই প্রবন্ধমালায় আমরা উদ্ধৃত করা বাইবেলীয় অংশগুলোর ব্যাখ্যাকে সমর্থন করার প্রামাণ্য কর্তৃত্ব হিসেবে বাইবেল এবং এলেন হোয়াইটের রচনাবলী ব্যবহৃত হবে।

আমরা উইলিয়াম মিলার সংকলিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নিয়মাবলি এবং Prophetic Keys শিরোনামের সংকলনে বর্ণিত নিয়মাবলিরও উল্লেখ করব। আমরা হাবাক্কূকের সারণি নামে পরিচিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অধ্যয়নটিও ব্যবহার করব।

আমরা যে নিয়মগুলো ব্যবহার করি, তাদের প্রতিটিকে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করার ইচ্ছা আমাদের নেই। সংক্ষিপ্ততার জন্য, নিয়মটির আরও বিস্তারিত প্রমাণ পড়তে আগ্রহীদের আমরা কেবল Prophetic Keys সংকলনের উল্লেখ করব। Habakkuk's Tables সিরিজে আমরা এমন কিছু উপস্থাপনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যেখানে আমরা যে বিষয়টিতে সংক্ষেপে আলোকপাত করব, তা আরও গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকাশিত বাক্য পুস্তক নিয়ে আমাদের অধ্যয়ন চলাকালীন আমরা জনসাধারণের প্রতিক্রিয়াকে উৎসাহ দিই, তবে চলমান অধ্যয়নে অবদান রাখে এমন মতামতকেই আমরা সাড়া দেব। আমাদের আলোচনার পরিধি থাকবে বর্তমান ধারাবাহিক উপস্থাপনামালা, আমরা যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নিয়মাবলি প্রয়োগ করি, এবং হাবাক্কূকের সারণিসমূহে পাওয়া তথ্যকে কেন্দ্র করে।

> যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ, যা ঈশ্বর তাঁকে দিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর দাসদের সেই বিষয়সমূহ দেখান যা শীঘ্রই ঘটতে হবে; এবং তিনি তা তাঁর স্বর্গদূতের মাধ্যমে চিহ্নের দ্বারা তাঁর দাস যোহনকে জানালেন। তিনি ঈশ্বরের বাক্য ও যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য এবং তিনি যা যা দেখেছিলেন, সেসবেরই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ধন্য সেই ব্যক্তি যে পড়ে, এবং তারা যারা এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্যগুলি শোনে ও তাতে লিখিত বিষয়গুলি পালন করে; কারণ সময় নিকটবর্তী। প্রকাশিত বাক্য ১:১-৩।

"signified" হিসেবে অনূদিত গ্রিক শব্দটির অর্থ "ইঙ্গিত করা"। তিনি "তার" স্বর্গদূতের মাধ্যমে বার্তাটি পাঠিয়েছিলেন এবং "তার" স্বর্গদূতের মাধ্যমেই সেটি ইঙ্গিত করেছিলেন। "তার" স্বর্গদূত হলেন গ্যাব্রিয়েল।

> স্বর্গদূতের কথাগুলি, 'আমি গাব্রিয়েল, যে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকি,' দেখায় যে তিনি স্বর্গীয় দরবারে উচ্চ সম্মানের অবস্থানে অধিষ্ঠিত। তিনি যখন দানিয়েলের কাছে বার্তা নিয়ে এলেন, তিনি বললেন, 'এই বিষয়গুলোতে আমার সহায় কেউ নেই; শুধু তোমাদের রাজপুত্র মিখায়েল [খ্রিস্ট]।' দানিয়েল ১০:২১। গাব্রিয়েল সম্পর্কে ত্রাণকর্তা প্রকাশিত বাক্যে বলেন যে, 'তিনি তাঁর স্বর্গদূতের দ্বারা পাঠিয়ে তা তাঁর দাস যোহনকে চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করলেন।' প্রকাশিত বাক্য ১:১। দ্য ডিজায়ার অব এজেস, ৯৯।

স্বর্গদূত গ্যাব্রিয়েলকে বার্তা নিয়ে পাঠানো হয়, এবং তিনিই সেই বার্তাটির প্রতিনিধিত্বও করেন। মানবজাতি ইতিহাসের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছালে, যখন চূড়ান্ত সতর্কবার্তা ঘোষণা করার 'সময় নিকটবর্তী' হয়, তখন সেই চূড়ান্ত বার্তাটিকে এক স্বর্গদূত দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে 'বার্তা'কে প্রায়ই স্বর্গদূত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, এবং স্বাভাবিকভাবেই, সেখানে 'স্বর্গদূত' হিসেবে অনূদিত গ্রিক শব্দটির অর্থ হলো বার্তাবাহক।

ইতিহাসে ঈশ্বরের সত্যের প্রত্যেকটি প্রকাশই নিঃসন্দেহে যীশু খ্রিস্টের প্রকাশ, কিন্তু প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে যীশু খ্রিস্টের যে প্রকাশ আছে, সেটিই মানবজাতির প্রতি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা এবং এটি এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে ঘটে, যেটিকে 'সময়' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে আরেকটি অংশে যোহন উল্লেখ করেছেন যে 'সময় নিকট'। ওই অংশটি পদ এক থেকে তিন সম্পর্কে আমি যে প্রাথমিক দাবি করছি, তা যাচাই করার জন্য দ্বিতীয় সাক্ষ্য প্রদান করে।

> তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলি বিশ্বস্ত ও সত্য; এবং পবিত্র ভাববাদীদের প্রভু ঈশ্বর তাঁর দাসদের যে বিষয়গুলি শীঘ্রই সম্পন্ন হতে হবে সেগুলি দেখানোর জন্য তাঁর স্বর্গদূতকে পাঠিয়েছেন। দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; ধন্য সেই ব্যক্তি, যে এই গ্রন্থের ভাববাণীর বাক্যগুলি রক্ষা করে।
>
> আর আমি, যোহন, এই বিষয়গুলি দেখেছি এবং শুনেছি। আর যখন আমি এগুলি শুনলাম ও দেখলাম, তখন আমি সেই স্বর্গদূতের পায়ের কাছে উপাসনা করতে মাটিতে পড়ে গেলাম, যিনি আমাকে এই বিষয়গুলি দেখিয়েছিলেন।

তখন তিনি আমাকে বললেন, ‘দেখ, এটা কোরো না; কারণ আমি তোমার, তোমার ভাই নবীদের, এবং যারা এই গ্রন্থের বাক্য পালন করে তাদের—সকলেরই সহদাস। ঈশ্বরকে উপাসনা করো।’

আর তিনি আমাকে বললেন, এই বইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর বাণীসমূহ সিলমোহর কোরো না, কারণ সময় নিকটে এসে গেছে। যে অন্যায়কারী, সে যেন অন্যায়কারীই থাকুক; যে অশুচি, সে যেন অশুচিই থাকুক; যে ধার্মিক, সে যেন ধার্মিকই থাকুক; আর যে পবিত্র, সে যেন পবিত্রই থাকুক। প্রকাশিত বাক্য ২২:৬-১১।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের শেষে আমরা গ্রন্থটির শুরুর মতোই একই বিষয় দেখি। যখন ‘প্রভু ঈশ্বর’ ‘তাঁর স্বর্গদূতকে পাঠালেন, যাতে তিনি তাঁর দাসদের সেই বিষয়সমূহ দেখান, যেগুলি অচিরেই সম্পন্ন হতে হবে’—তখন আবারও যোগাযোগের প্রক্রিয়া ও বার্তার উল্লেখ করা হয়েছে। আর যেইমাত্র দাসদেরকে ‘যে বিষয়সমূহ অচিরেই সম্পন্ন হতে হবে’—এটি চিহ্নিত করে এমন বার্তাটি দেখানো হয়, খ্রিস্ট ঘোষণা করেন যে তিনি শীঘ্রই আসছেন। এটাই সেই বার্তা, যা খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে আসে; অতএব এটি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা—প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পদে ‘যীশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্য’ হিসেবে যেটি উপস্থাপিত হয়েছে, ঠিক সেই একই বার্তা। প্রকাশিত বাক্যের প্রথম তিনটি পদের যে আশীর্বাদ প্রতিশ্রুত হয়েছিল, তা আবার পুনরুচ্চারিত হয়েছে এই ঘোষণার মাধ্যমে: ‘ধন্য সে, যে এই গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্যসমূহ পালন করে।’

এই পদগুলোতে আমরা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত যোগাযোগের প্রক্রিয়ার এক বিস্তার দেখি; কারণ আমরা দেখি যে গ্যাব্রিয়েল যোহনকে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পর, যোহন সেই বার্তায় এতটাই অভিভূত হয়ে পড়েন যে তিনি গ্যাব্রিয়েলকে উপাসনা করতে চান। তখন গ্যাব্রিয়েল যোহনের ভুল-বোঝাবুঝিটিকে ব্যবহার করে বোঝান যে স্বর্গদূতরা, পার্থিব নবীরা, এবং যারা বার্তার বাক্যসমূহ মান্য করে—তারা সকলেই ‘সহ-সেবক’; তাদের উপাসনা করা উচিত সৃষ্টিকর্তা-ঈশ্বরকে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকে নয়।

এই পদগুলো সেই একই ঘটনাবলি ও বার্তার বর্ণনা দিচ্ছে, যা আমরা প্রথম অধ্যায়ে বিবেচনা করছি। সেগুলো বিশ্বস্ত ও সত্য উক্তিগুলোর পুনরাবৃত্তি করছে, যা ঈশ্বরের দাসদের দেখায় যে শীঘ্রই কী কী ঘটতে হবে। বার্তাটি আবারও ঈশ্বর ও তাঁর দাসদের মধ্যে যোগাযোগের প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত হয়েছে। বাইশতম অধ্যায়ে আমরা আরও প্রমাণ পাই যে এই বার্তাটি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা; কারণ যে 'সময়'কে 'নিকটে' বলা হয়েছে, তা মানবজাতির অনুগ্রহকাল বন্ধ হওয়ার ঠিক পূর্বে সংঘটিত হবে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর 'যে অন্যায়কারী সে অন্যায়ই করুক; যে অপবিত্র সে অপবিত্রই থাকুক; আর যে ধার্মিক সে ধার্মিকই থাকুক; আর যে পবিত্র সে পবিত্রই থাকুক'—এই ঘোষণাই অনুগ্রহকাল সমাপ্ত হওয়ার চিহ্ন, যা সাতটি শেষ মহামারীর সূচনা নির্দেশ করে; আর সেগুলো শেষে পর্যন্ত খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

"সেই সময় মিখায়েল, মহান রাজপুত্র, যিনি তোমার জাতির সন্তানদের পক্ষে দাঁড়ান, তিনি উঠে দাঁড়াবেন; আর এমন এক সংকটের সময় হবে, যেমনটি কখনও হয়নি, যতদিন থেকে জাতি হয়েছে, সেই সময় পর্যন্ত; আর সেই সময় তোমার লোকেরা উদ্ধার পাবে—যাদের নাম পুস্তকে লেখা পাওয়া যাবে, তারা সকলেই।" দানিয়েল ১২:১.

যখন তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা সমাপ্ত হয়, করুণা আর পৃথিবীর অপরাধী অধিবাসীদের পক্ষে আবেদন করে না। ঈশ্বরের জনগণ তাদের কাজ সম্পন্ন করছে। তারা 'শেষ বৃষ্টি',

'প্রভুর উপস্থিতি থেকে আসা সজীবতা' গ্রহণ করছে, এবং তাদের সামনে থাকা পরীক্ষা-ক্ষণের জন্য তারা প্রস্তুত। স্বর্গে স্বর্গদূতরা এদিক-ওদিক ত্বরায় ছুটে চলছে। পৃথিবী থেকে ফিরে আসা এক স্বর্গদূত ঘোষণা করে যে তার কাজ শেষ হয়েছে; চূড়ান্ত পরীক্ষা পৃথিবীর উপর আনা হয়েছে, এবং যে সকলেই ঐশ্বরিক বিধানসমূহের প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছে, তারা 'জীবন্ত ঈশ্বরের সীল' গ্রহণ করেছে। তখন যিশু স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে তাঁর মধ্যস্থতা শেষ করেন। তিনি তাঁর হাত উঁচু করে উচ্চস্বরে বলেন, 'এটি সম্পন্ন হয়েছে;' এবং তিনি যখন সেই গম্ভীর ঘোষণা করেন, তখন সমস্ত স্বর্গদূতসেনা তাদের মুকুট খুলে রাখে: 'যে অন্যায়কারী, সে যেন এখনও অন্যায়কারীই থাকে; যে কলুষিত, সে যেন এখনও কলুষিতই থাকে; আর যে ধার্মিক, সে যেন এখনও ধার্মিকই থাকে; এবং যে পবিত্র, সে যেন এখনও পবিত্রই থাকে।' প্রকাশিত বাক্য ২২:১১। প্রত্যেকজনের পরিণত জীবন বা মৃত্যুর পক্ষে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়েছে। মহাসংঘর্ষ, ৬১৩।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের শুরুতে এবং শেষেও একই কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। এই দুই অংশকে একত্র করলে আমরা বুঝতে পারি যে "যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্য" খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমনের আগে মানবজাতির প্রতি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা। এই বার্তাটি প্রতীকীভাবে এক স্বর্গদূতের মাধ্যমে উপস্থাপিত, যে অনুগ্রহকাল সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে আসে। যে বার্তাটি "সময় নিকটবর্তী"—অর্থাৎ অনুগ্রহকাল বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে—মোহর খোলা হয়, সেটি তারা পড়ে, শোনে ও পালন করে কি না—এই ভিত্তিতে এই বার্তা মানবজাতিকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করে।

যখন আমরা এই বিশ্বের ইতিহাসের সমাপ্তির নিকটে পৌঁছাচ্ছি, শেষ দিনসমূহ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বিশেষভাবে আমাদের অধ্যয়নের দাবি করে। নতুন নিয়মের শেষ বইটি এমন সত্যে পরিপূর্ণ, যা আমাদের বোঝা প্রয়োজন। শয়তান অনেকের মনকে অন্ধ করে দিয়েছে, ফলে প্রকাশিত বাক্যকে তাদের অধ্যয়নের বিষয় না করার জন্য যেকোনো অজুহাতকে তারা খুশিমনে গ্রহণ করেছে।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থটি, দানিয়েলের পুস্তকের সাথে সম্পর্কিতভাবে, নিবিড় অধ্যয়ন দাবি করে। প্রত্যেক ঈশ্বরভীরু শিক্ষক যেন ভেবে দেখেন, কীভাবে সর্বাধিক স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে এবং উপস্থাপন করা যায় সেই সুসমাচার, যা আমাদের ত্রাণকর্তা স্বয়ং এসে তাঁর দাস যোহনকে জানিয়েছিলেন,—"যীশু খ্রিস্টের প্রকাশ, যা ঈশ্বর তাঁকে দিয়েছেন, তাঁর দাসদের দেখানোর জন্য যে বিষয়গুলো অচিরেই ঘটবে।" প্রকাশিত বাক্যে আপাতদৃষ্টিতে রহস্যময় প্রতীক থাকার কারণে কারও অধ্যয়নে নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত নয়। "তোমাদের মধ্যে যদি কারও জ্ঞান অভাব থাকে, তবে সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুক, যিনি সকলকে উদারভাবে দেন এবং তিরস্কার করেন না।" "ধন্য সে, যে পড়ে, এবং তারা যারা এই ভাববাণীর বাক্য শোনে এবং তাতে যা লেখা আছে তা পালন করে; কারণ সময় নিকট।" আমরা সারা বিশ্বের কাছে প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে নিহিত মহান ও গম্ভীর সত্যগুলো ঘোষণা করার জন্য আহ্বানপ্রাপ্ত। ঈশ্বরের মণ্ডলীর পরিকল্পনা ও নীতির মর্মে এই সত্যগুলো প্রবেশ করা উচিত। এই গ্রন্থের আরও ঘনিষ্ঠ ও অধ্যবসায়ী অধ্যয়ন হওয়া উচিত; এতে যে সত্যগুলো আছে, তাদের আরও আন্তরিক উপস্থাপনা হওয়া উচিত—সেই সত্যগুলো, যা এই শেষ দিনে বাস করা সবার সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। যাঁরা তাঁদের প্রভুর সাক্ষাতে প্রস্তুত হচ্ছেন, তাঁদের এই গ্রন্থটিকে আন্তরিক অধ্যয়ন ও প্রার্থনার বিষয় করে নেওয়া উচিত। এর নাম যেমন নির্দেশ করে, এটি তেমনি—এই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ দিনে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ঘটবে তারই এক প্রকাশ। ঈশ্বরের বাক্য ও খ্রিস্টের সাক্ষ্যে তাঁর বিশ্বস্ত আস্থার কারণে যোহনকে পাতমোস

দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই নির্বাসন তাকে খ্রিস্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। প্রভু তাঁর এই বিশ্বস্ত দাসকে নির্বাসনে গিয়েই সাক্ষাৎ করেছিলেন, এবং পৃথিবীর ওপর যা আসতে চলেছে সে বিষয়ে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই নির্দেশ আমাদের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ আমরা এই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ দিনগুলোতে বাস করছি। শীঘ্রই আমরা সেই ঘটনাগুলির পরিপূর্তির মধ্যে প্রবেশ করব, যেগুলো খ্রিস্ট যোহনকে ঘটবে বলে দেখিয়েছিলেন। প্রভুর দূতেরা যখন এই গম্ভীর সত্যগুলো উপস্থাপন করেন, তখন তাদের অনুধাবন করতে হবে যে তারা চিরন্তন তাৎপর্যের বিষয় নিয়ে কাজ করছেন, এবং তাদের উচিত পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের জন্য প্রার্থনা করা, যাতে তারা নিজেদের কথা নয়, ঈশ্বর যে কথাগুলো তাদের দিয়েছেন সেই কথাগুলিই বলতে পারেন।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থটি মানুষের কাছে উন্মোচিত করতে হবে। অনেককে শেখানো হয়েছে যে এটি একটি সিলমোহরযুক্ত গ্রন্থ, কিন্তু এটি কেবল তাদের কাছেই সিলমোহরযুক্ত থাকে যারা সত্য ও আলোকে প্রত্যাখ্যান করে। এতে যে সত্যগুলো রয়েছে সেগুলো ঘোষিত হতে হবে, যাতে মানুষ অতি শীঘ্রই ঘটতে চলা ঘটনাগুলোর জন্য প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পায়। নাশপ্রায় পৃথিবীর পরিত্রাণের একমাত্র আশা হিসেবে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাটি উপস্থাপন করতে হবে।

"শেষ দিনের বিপদ আমাদের ওপর এসে পড়ছে, এবং আমাদের কাজ হলো মানুষকে তারা যে বিপদের মধ্যে আছে সে বিষয়ে সতর্ক করা। ভবিষ্যদ্বাণী যে গম্ভীর দৃশ্যাবলি শিগগিরই ঘটতে চলেছে বলে প্রকাশ করছে, সেগুলো যেন উপেক্ষিত না থাকে। আমরা ঈশ্বরের দূত, এবং আমাদের হারাবার মতো সময় নেই। যারা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের সহকর্মী হতে চান, তারা এই বইয়ে পাওয়া সত্যগুলোর প্রতি গভীর আগ্রহ দেখাবেন। কলম ও কণ্ঠ দিয়ে তারা চেষ্টা করবেন সেই বিস্ময়কর বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করে তুলতে, যেগুলো প্রকাশ করতে খ্রিস্ট স্বর্গ থেকে এসেছিলেন।" সাইনস অব দ্য টাইমস, ৪ জুলাই, ১৯০৬।

একশ বছরেরও বেশি আগে, ১৯০৬ সালে, আমাদের জানানো হয়েছিল যে শিগগিরই "আমরা সেই ঘটনাগুলোর পরিপূরণের পর্যায়ে প্রবেশ করব, যেগুলো ঘটবে বলে খ্রিষ্ট যোহনকে দেখিয়েছিলেন।" ১৯০৬ সালেও বার্তাটি তখনো মোহরাবদ্ধ ছিল। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্যের বার্তাটি ঘটনাগুলো ঘটার ঠিক আগে ঈশ্বরের লোকদের কাছে উন্মোচিত হয়। আমাদের বলা হয়েছে, প্রকাশিত বাক্য বইটি "তার নাম যেমন নির্দেশ করে—এই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ দিনগুলোতে ঘটতে চলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের প্রকাশ।"

সেগুলো উন্মোচিত হয়েছে যাতে ঈশ্বরের লোকেরা সতর্কবাণী দিতে পারে, যেন যাঁরা সেই সতর্কবাণী শুনছেন তাঁরা "শিগগিরই ঘটতে চলা ঘটনাগুলোর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পান।" উল্লেখযোগ্য যে (কারণ বার্তাটি যখন ঘোষণা করা হবে সেই ইতিহাসে যোহন ঈশ্বরের লোকদের প্রতিনিধিত্ব করেন), যোহন সেই দুটি বিষয় চিহ্নিত করেন যেগুলোর জন্য তাঁকে নির্যাতন করা হচ্ছিল। এটা ছিল "ঈশ্বরের বাক্য এবং খ্রিস্টের সাক্ষ্যের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ত আস্থার" কারণেই যে তিনি "পাতমোস দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিলেন।" তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি বাইবেল এবং ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা—যা "যীশুর সাক্ষ্য"—উভয়কেই গ্রহণ করেছিলেন।

> আমি তাঁকে উপাসনা করতে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, দেখো, এমনটি কোরো না; আমি তোমার সহ-দাস এবং তোমার সেই ভাইদেরও একজন, যারা যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে। ঈশ্বরকে উপাসনা কর; কারণ যীশুর সাক্ষ্যই ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা। প্রকাশিত বাক্য ১৯:১০।

যোহন জগতের শেষকালের এমন এক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন, যারা যিশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্যের বার্তা বোঝেন এবং বাইবেল ও ভাববাণীর আত্মা উভয়কেই সমুন্নত রাখার কারণে নিপীড়িত হন।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পদে পিতা ঈশ্বর ও তাঁর দাসদের মধ্যে যোগাযোগের প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাইশতম অধ্যায়ে এই যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বর্ণনায় আরও সংযোজন করা হয়েছে। এই দুটি অংশ প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের সূচনা ও সমাপ্তিকে উপস্থাপন করে এবং একত্রে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চিত্রণে যোহনের ভূমিকাকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে। তিনি কেবল প্রকাশিত বাক্যের বাক্যগুলো লিখেছেন এমন ব্যক্তি নন; তিনি বিশ্বের অন্তিম কালে শেষ সতর্কবার্তাটি পৌঁছে দেওয়া ব্যক্তিদেরও প্রতিনিধিত্ব করেন।

> প্রভু বাণী দিলেন; যারা তা প্রচার করছিল তাদের দল ছিল বৃহৎ। গীতসংহিতা ৬৮:১১

জন বার্তাটি যেসব "বিষয়" দিয়ে গঠিত, সেগুলো "দেখেছিলেন" ও "শুনেছিলেন", এবং গির্জাগুলোর কাছে বার্তাটি লিখতে ও পাঠাতে তাঁকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

> বললেন, আমি আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ; আর তুমি যা দেখছ, তা একটি পুস্তকে লিখে এশিয়ায় যে সাতটি মণ্ডলী আছে, তাদের কাছে তা পাঠাও—এফেসুস, স্মির্না, পার্গামোস, থুয়াতীরা, সার্দিস, ফিলাডেলফিয়া এবং লাওদিকিয়া। প্রকাশিত বাক্য ১:১৯।

তিনি যা "শুনেছিলেন" ও "দেখেছিলেন", সেগুলি লিখে ক্ষুদ্র এশিয়ার সাতটি গির্জায় পাঠাতে তাঁকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু পৃথক গির্জাগুলির ক্ষেত্রে যিশু বার্তাগুলি সরাসরি যোহনকে মুখে বলে লিখিয়েছিলেন, কারণ সাতটি গির্জার প্রত্যেকটির প্রতি প্রতিটি বার্তাই এই বাক্যাংশ দিয়ে শুরু হয়: "আর ...-এ যে গির্জা আছে, তার স্বর্গদূতকে লিখ।" যিশুই গির্জাগুলোর প্রতি পৃথক বার্তাগুলি মুখে বলে লিখিয়েছিলেন।

যিশু যোহনকে শুনিয়ে লিখিয়েছিলেন, এবং যিশু যোহনকে আরও বলেছিলেন যোহন যা দেখেছিল ও শুনেছিল তা লিখতে, এবং একবার যিশু যোহনকে বলেছিলেন যেন যোহন যা শুনেছিল তা না লেখে।

> আর উচ্চ স্বরে তিনি চিৎকার করলেন, যেমন সিংহ গর্জায়; আর তিনি চিৎকার করতেই, সাতটি বজ্রধ্বনি তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করল। আর যখন সেই সাতটি বজ্রধ্বনি তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করেছিল, তখন আমি লিখতে যাচ্ছিলাম: এবং আমি স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠ শুনলাম, যা আমাকে বলল, সাতটি বজ্রধ্বনি যা উচ্চারণ করেছে, তা সীল করে রাখো, এবং তা লিখো না। প্রকাশিত বাক্য ১০:৩, ৪।

যোহনকে বলা হয়েছিল সাতটি বজ্রধ্বনি যা উচ্চারণ করেছিল তা সিলমোহর করে রাখতে, এবং এতে তিনি সাতটি বজ্রধ্বনির বার্তাই সিলমোহর করে রাখছিলেন, যেমন দানিয়েলকে তাঁর বইটি শেষ সময় পর্যন্ত সিলমোহর করে রাখতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

> কিন্তু তুমি, হে দানিয়েল, কথাগুলো বন্ধ কর, আর বইটিকে সিলমোহর করে রাখ, শেষ সময় পর্যন্ত; অনেকে এদিক-ওদিক দৌড়াবে, আর জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। . . . আর তিনি বললেন, তুমি তোমার পথে যাও, দানিয়েল; কারণ কথাগুলো শেষ সময় পর্যন্ত বন্ধ ও সিলমোহর করা আছে। দানিয়েল ১২:৪, ৯।

> এই সাতটি বজ্রধ্বনি তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করার পর, ছোট বইটির বিষয়ে যেমন দানিয়েলের কাছে নির্দেশ এসেছিল, তেমনি যোহনের কাছেও নির্দেশ আসে: 'সাতটি বজ্রধ্বনি যা উচ্চারণ করেছে, সেই বিষয়গুলো সিলমোহর করে দাও।' দ্য সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেল কমেন্টারি, খণ্ড ৭, ৯৭১।

আমরা যে বিষয়টি চিহ্নিত করছি তা হলো প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের শুরু এবং শেষ—উভয় স্থানেই একটি বার্তা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই বার্তাটি পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়াটিও চিহ্নিত করা হয়েছে। বার্তাটি পৌঁছাতে যোহনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কখনো তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন, তা সরলভাবে লিখে নিয়েছেন। অন্য সময়ে তাকে মুখে বলে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে, এবং একবার তাকে বলা হয়েছিল তিনি যা শুনেছেন তা যেন না লেখেন। যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্যের বার্তা পিতার কাছ থেকে যীশুর কাছে, সেখান থেকে গাব্রিয়েলের কাছে, এবং তারপর ভাববাদী যোহনের কাছে পৌঁছানো হয়েছে; যিনি সেই বার্তাটি লিখে কলিসিয়াগুলির কাছে পাঠানোর দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

> যা তুমি দেখেছ, আর যা আছে, আর যা এরপর হবে, সেগুলো লিখ। প্রকাশিত বাক্য ১:১৯।

পদটি পড়েও যোহনকে লিখতে দেওয়া আদেশে নিহিত যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নীতি শনাক্ত করা হয়েছে, তা বোঝা নাও যেতে পারে। দেখা ও শোনা "বিষয়গুলি" লিখে রাখা মানে বর্তমান ইতিহাস লিপিবিদ্ধ করা; কারণ যোহনের সময়ে সেই "বিষয়গুলি" বর্তমানই ছিল। বর্তমান ইতিহাস লিপিবিদ্ধ করা, এবং তাতে করতে করতেই ভবিষ্যতে যা হবে সেগুলিও একযোগে লিখে ফেলা—প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের প্রধান ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নিয়ম। এই নীতিও তার গুরুত্বকে জোর দিয়ে তুলে ধরতে ও উদাহরণস্বরূপ দেখাতে যোহনকে ব্যবহার করা হয়েছে; কারণ তাঁকে মূলত বলা হয়েছিল— "যেগুলি এখন আছে, এবং" সেগুলি লিখতে; আর এইভাবে লিখতে গিয়েই তুমি "যেগুলি পরবর্তীতে হবে" সেগুলিও লিখবে, কারণ ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে। এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কৌশলটি যীশুর স্বাক্ষর; কারণ স্বাক্ষর মানেই নাম, আর প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ে তাঁর নাম আলফা ও ওমেগা। তিনি শেষকে শুরুর সঙ্গে মিলিয়ে দেখান।

আমরা সদ্য 'যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বিষয়' গ্রন্থের অধ্যয়ন শুরু করেছি এবং বর্তমানে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পদ বিবেচনা করছি। 'যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বিষয়' শিরোনামের শেষে সতর্কবার্তাটি স্বর্গীয় পিতার কাছ থেকে যীশুর কাছে, যীশু থেকে গাব্রিয়েলের কাছে, গাব্রিয়েল থেকে যোহনের কাছে পৌঁছেছে; আর যোহন তা মণ্ডলীদের কাছে পাঠানোর জন্য একটি পুস্তকে লিপিবিদ্ধ করেছেন। বার্তাটি যেহেতু এত সরাসরি 'যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বিষয়' নামে অভিহিত, তাই লক্ষ্য করা জরুরি যে, অনুপ্রাণিত বাক্যের মাধ্যমে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করে মানুষের উদ্দেশ্যে যা যা লেখা হয়েছে, তাদের মধ্যে যীশু কে এবং তিনি কী—তার একটি বৈশিষ্ট্য যোহনের এই বার্তা লিপিবিদ্ধ করার কাজেই প্রতিফলিত হয়েছে। যখন তিনি তখনকার বিষয়গুলি লিখছিলেন, তখনই তিনি ভবিষ্যতে যা হবে তাও লিখছিলেন।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির সত্যটি প্রতিফলিত হয় যখন যোহন তাঁর যুগের জন্য একটি সতর্কবার্তা লেখেন, যা ভবিষ্যৎ সময়ের জন্যও একটি সতর্কবার্তা। খ্রিস্টীয় গির্জার

সূচনাকালে যোহন যখন সাতটি গির্জাকে লিখেছিলেন, তখন তিনি জগতের শেষকালে খ্রিস্টীয় গির্জার জন্যও একটি সতর্কবার্তা লিখছিলেন। খ্রিস্টের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি প্রতিফলিত হয় যখন খ্রিস্টকে আলফা ও ওমেগা, বা আদি ও অন্ত, বা প্রথম ও শেষ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে, বাইবেল এই বৈশিষ্ট্যটিকেই তিনি যে একমাত্র ঈশ্বর, তার প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করে।

প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখি যীশু নিজেকে আলফা এবং ওমেগা হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন।

> প্রভুর দিনে আমি আত্মায় ছিলাম, এবং আমার পেছনে তূরীর ন্যায় একটি প্রবল কণ্ঠস্বর শুনলাম, যে বলছিল, আমি আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ; আর, তুমি যা দেখছ, তা একটি পুস্তকে লিখো, এবং এশিয়ায় যে সাতটি মণ্ডলী আছে তাদের কাছে তা পাঠাও: এফেসুসে, স্মির্নায়, পার্গামোসে, থিয়াতিরায়, সার্দিসে, ফিলাদেলফিয়ায়, এবং লাওদিকিয়ায়।
>
> আর যে স্বর আমার সঙ্গে কথা বলছিল, তাকে দেখবার জন্য আমি ফিরে তাকালাম। আর ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সাতটি সোনার দীপাধার; এবং সেই সাত দীপাধারের মাঝখানে মানবপুত্রসদৃশ একজন, যিনি পা পর্যন্ত পৌঁছয় এমন বস্ত্র পরিহিত, এবং বক্ষদেশে সোনার বেল্ট বাঁধা। তাঁর মাথা ও চুল উলের মতো সাদা, তুষারের মতোই শুভ্র; আর তাঁর চোখ অগ্নিশিখার মতো। আর তাঁর পা উৎকৃষ্ট পিতলের মতো, যেন চুল্লিতে দাহিত; এবং তাঁর কণ্ঠস্বর বহু জলের ধ্বনির মতো। এবং তাঁর ডান হাতে ছিল সাতটি নক্ষত্র; আর তাঁর মুখ থেকে বেরোচ্ছিল ধারালো দুই-মুখো তরবারি; এবং তাঁর মুখমণ্ডল ছিল যেমন সূর্য তার শক্তিতে দীপ্ত হয়।
>
> আমি যখন তাঁকে দেখলাম, মৃতের মতো তাঁর পায়ের কাছে পড়ে গেলাম। আর তিনি তাঁর ডান হাতটি আমার ওপর রাখলেন এবং আমাকে বললেন, 'ভয় করো না; আমি প্রথম এবং শেষ।' প্রকাশিত বাক্য ১:১০-১৭।

এই পদগুলির মধ্যে অনেক সত্য নিহিত আছে; তবে এখানে আমি শুধু উল্লেখ করতে চাই যে, যখন যোহন খ্রীষ্টের তূর্যধ্বনির মতো কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে দেখলেন কে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে, তখন তিনি যিশু খ্রীষ্টকে স্বর্গীয় অভয়ারণ্যের পবিত্র স্থানে স্বর্গীয় মহাযাজক হিসেবে দেখলেন। তারপর যিশু নিজেকে আলফা ও ওমেগা এবং প্রথম ও শেষ হিসেবে পরিচয় দিলেন। প্রথম তিন পদে বার্তা ও তার উপস্থাপনার মধ্যে আমরা এমন এক সত্যের ধারা পেলাম যা প্রকাশিত বাক্যের শেষভাগের সত্যের ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আলফা ও ওমেগা হিসেবে যিশু শুরুর মাধ্যমে শেষকে, আর শেষের মাধ্যমে প্রথমকে দেখিয়ে দেন। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের শেষে, যেমন শুরুতে, তিনি আবারও নিজেকে আলফা ও ওমেগা হিসেবে পরিচয় দেন।

> তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলি বিশ্বস্ত ও সত্য; এবং পবিত্র ভাববাদীদের প্রভু ঈশ্বর তাঁর দাসদের যে বিষয়গুলি শীঘ্রই সম্পন্ন হতে হবে সেগুলি দেখানোর জন্য তাঁর স্বর্গদূতকে পাঠিয়েছেন। দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; ধন্য সেই ব্যক্তি, যে এই গ্রন্থের ভাববাণীর বাক্যগুলি রক্ষা করে।
>
> আর আমি যোহন এই বিষয়গুলি দেখেছি এবং শুনেছি। এবং যখন আমি এগুলি শুনে ও দেখলাম, তখন যে স্বর্গদূত আমাকে এই বিষয়গুলি দেখিয়েছিলেন, তাঁর পায়ের সামনে পড়ে উপাসনা করতে গেলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, দেখো, এটা করো না; কারণ আমি তোমার সহদাস, এবং তোমার ভাইদের—অর্থাৎ নবীদের—এবং যারা এই পুস্তকের বাণী

> পালন করে তাদের সহদাস; ঈশ্বরকে উপাসনা কর।
>
> তিনি আমাকে বললেন, এই পুস্তকের ভাববাণীর বাক্যগুলো সিলমোহর করো না; কারণ সময় নিকটে এসেছে।
>
> যে অন্যায়কারী, সে যেন এখনও অন্যায়কারীই থাকুক; এবং যে অপবিত্র, সে যেন এখনও অপবিত্রই থাকুক; এবং যে ধার্মিক, সে যেন এখনও ধার্মিকই থাকুক; এবং যে পবিত্র, সে যেন এখনও পবিত্রই থাকুক।
>
> আর দেখো, আমি শীঘ্রই আসছি; আর আমার প্রতিদান আমার সঙ্গে আছে, যাতে প্রত্যেককে তার কর্ম অনুসারে দিতে পারি। আমি আলফা ও ওমেগা, আদি ও অন্ত, প্রথম ও শেষ। প্রকাশিত বাক্য ২২:৭–১৩।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থটি স্পষ্ট করে জানায় যে, যোহন যখন বার্তাটি লিপিবিদ্ধ করেন, তখন সেই বার্তাটি আরম্ভ দিয়ে শেষকে চিত্রিত করার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই বার্তাই প্রকাশিত বাক্যে প্রথমে উদ্ঘাটিত সত্য, এবং একই সত্যই গ্রন্থটির শেষেও বলা হয়েছে। আর প্রকাশিত বাক্যের শুরু ও শেষের সাক্ষ্যে যীশু নিজেকে আলফা ও ওমেগা, আরম্ভ ও সমাপ্তি, এবং প্রথম ও শেষ হিসেবে পরিচয় করান।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের প্রথম তিনটি পদ মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত সতর্কবার্তাটি চিহ্নিত করে। এটি সেই সতর্কবার্তা, যা শেষ সাতটি মহামারী ও খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে আসে। যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশের এই বার্তাটি 'প্রেরিত ও সংকেতে প্রকাশিত' হয়েছিল 'তাঁর স্বর্গদূতের দ্বারা'।

সেই একই সতর্কবার্তাটি তারপর প্রকাশিত বাক্যের শেষ অংশে চিহ্নিত করা হয়, এবং এটিকে প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর তৃতীয় স্বর্গদূত হিসেবেও উপস্থাপিত করা হয়।

> আর তৃতীয় স্বর্গদূত তাদের অনুসরণ করল, উচ্চস্বরে বলল, কেউ যদি পশুকে ও তার মূর্তিকে উপাসনা করে, এবং তার চিহ্ন ললাটে বা হাতে গ্রহণ করে, তবে সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্রোধের দ্রাক্ষারস পান করবে, যা তাঁর ক্রোধের পাত্রে মিশ্রণহীনভাবে ঢালা হয়েছে; এবং পবিত্র স্বর্গদূতদের উপস্থিতিতে এবং মেষশিশুর উপস্থিতিতে সে অগ্নি ও গন্ধকে দিয়ে যন্ত্রণাভোগ করবে: আর তাদের যন্ত্রণার ধোঁয়া যুগের পর যুগ ঊর্ধ্বে উঠবে: এবং দিনে বা রাতে তাদের কোনো বিশ্রাম থাকবে না, যারা পশুকে ও তার মূর্তিকে উপাসনা করে, এবং যে কেউ তার নামের চিহ্ন গ্রহণ করে। প্রকাশিত বাক্য ১৪:৯-১১।

চূড়ান্ত সতর্কবার্তা হলো তৃতীয় স্বর্গদূতরূপে উপস্থাপিত বার্তাটি। এটি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা, কারণ এটি সরাসরি মানবজাতির শেষ পরীক্ষাকে চিহ্নিত করে। আরেকজন স্বর্গদূত আছেন, যিনি তৃতীয় স্বর্গদূতের পরে এসে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন, এবং সেই স্বর্গদূতও চূড়ান্ত সতর্কবার্তাই।

> এবং এই সবের পরে আমি আরেকজন স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম, যাঁর মহান ক্ষমতা ছিল; এবং তাঁর মহিমায় পৃথিবী আলোকিত হলো। তিনি প্রবল কণ্ঠে উচ্চস্বরে বললেন, "মহান বাবিল পতিত হয়েছে, পতিত হয়েছে, এবং দানবদের আবাসে পরিণত হয়েছে, এবং প্রত্যেক অপবিত্র আত্মার কারাগার, এবং প্রত্যেক অপবিত্র ও ঘৃণিত পাখির খাঁচা হয়েছে। কারণ সমস্ত জাতি তার ব্যভিচারের ক্রোধের মদ পান করেছে, এবং পৃথিবীর রাজারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে, এবং পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা তার বিলাসিতার প্রাচুর্যের দ্বারা ধনী হয়েছে।"

> আর আমি স্বর্গ হইতে আরেকটি কণ্ঠস্বর শুনিলাম, বলিল, ‘হে আমার লোকেরা, তোমরা তাহার মধ্য হইতে বাহির হও, যেন তোমরা তাহার পাপসমূহে অংশীদার না হও, এবং তোমরা তাহার বিপদসমূহের কোনোটিই গ্রহণ না কর।’ কারণ তাহার পাপসমূহ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, আর ঈশ্বর তাহার অন্যায়সমূহ স্মরণ করিয়াছেন। প্রকাশিত বাক্য ১৮:১–৫।

যিশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্যের বার্তাটি অধ্যায় এক, অধ্যায় চৌদ্দ, অধ্যায় আঠারো এবং অধ্যায় বাইশে উপস্থাপিত হয়েছে। এই বার্তাটি এক দেবদূতের মাধ্যমে চিহ্নিত, যাকে প্রকাশিত বাক্যের প্রথম ও শেষ উল্লেখে দেবদূত গ্যাব্রিয়েল হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে; এবং তারপর অধ্যায় চৌদ্দ ও আঠারোতে বার্তাটি প্রতীকীভাবে স্বর্গে উড়ন্ত বা স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক দেবদূতের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে স্বর্গ থেকে যে স্বর্গদূত নেমে আসে, তাকে দশম অধ্যায়ে পূর্বেই প্রতীকায়িত করা হয়েছে, যখন এক স্বর্গদূত নেমে এসে এক পা স্থলে এবং আরেক পা সাগরে রাখে। ওই স্বর্গদূতের কাছে একটি পুস্তক ছিল, যা যোহনকে খেতে নির্দেশ দেওয়া হয়; তা তার মুখে মিষ্টি লাগে এবং পেটে তেতো লাগে। যোহন যে পুস্তকটি খায়, তা একটি বার্তা; আর ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা উপস্থাপিত সেই বার্তাটি প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্বর্গদূতের বার্তার প্রতিরূপ, অতএব এটিও চূড়ান্ত সতর্কবার্তার প্রতিনিধিত্ব করে।

আমাদের বলা হয়েছে যে ঈশ্বরের বার্তা এক দেবদূতের মাধ্যমে পাঠানো ও সংকেতিত হয়েছিল, এবং যখন আমরা প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে চিত্রিত হওয়া চূড়ান্ত সতর্কবার্তাটি নিবিড়ভাবে খুঁজি, তখন দেখতে পাই যে সাতবার এক দেবদূতের মাধ্যমে সেই চূড়ান্ত সতর্কবার্তা সংকেতিত হয়েছে। প্রথম এবং শেষ ঘটনায় সেই দেবদূত ছিলেন গাব্রিয়েল। এরপর প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায়ে আমরা দেখি, এক দেবদূত তাঁর হাতে একটি ছোট পুস্তিকা নিয়ে নেমে আসেন। প্রকাশিত বাক্যের চতুর্দশ অধ্যায়ে আমরা আরও তিনজন দেবদূত দেখি, যাঁরা সকলেই চূড়ান্ত সতর্কবার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করেন। তারপর প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ে আমরা আরেকজন দেবদূতকে দেখি, যিনি ঠিক একই চূড়ান্ত সতর্কবার্তাকেই প্রতিনিধিত্ব করেন। সাতটি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দেবদূতদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। প্রথম এবং শেষেটি হল দেবদূত গাব্রিয়েল, আর প্রথম ও শেষের মাঝখানের পাঁচ দেবদূত প্রতীকী দেবদূত।

অবশ্যই, সাতটি গির্জার প্রতিটিতেই একটি করে স্বর্গদূত আছে, কিন্তু তারা গির্জাগুলোর উদ্দেশে বার্তা বহন করছে; অপরদিকে আমরা যে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা নিয়ে আলোচনা করছি, সেটি এমন এক বার্তা যা শ্রোতা হিসেবে সমগ্র পৃথিবীকে অন্তর্ভুক্ত করে।

চূড়ান্ত সতর্কবার্তাকে প্রতিনিধিত্বকারী সাতটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারা প্রতিটিরই সতর্কভাবে মূল্যায়ন করা এবং পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা উচিত, কিন্তু এই পর্যায়ে আমি কেবল আলফা ও ওমেগার একটি মৌলিক নীতি সংজ্ঞায়িত করতে চাই। ঈশ্বরের বাক্যে কোনো বিষয় প্রথমবার উল্লেখ হওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। বাইবেলে “বীজ” শব্দটি প্রথমবার উল্লিখিত হয়েছে আদিপুস্তক ১:১১-এ, যেখানে বলা হয়েছে যে বীজ “নিজ নিজ জাত অনুযায়ী” উৎপন্ন করবে। বীজের প্রথম উল্লেখটি জোর দেয় যে এতে নিজেকে পুনরুৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় ডিএনএ রয়েছে। যিশু ঈশ্বরের বাক্যকে বীজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সেই দিনই যীশু ঘর থেকে বেরিয়ে সাগরতীরে গিয়ে বসেছিলেন। আর বিপুল জনতা তাঁর কাছে সমবেত হলো, এমন ভিড় হলো যে তিনি এক নৌকায় উঠে বসলেন; আর সমস্ত জনতা তীরেই দাঁড়িয়ে রইল। তিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের অনেক কথা বলতে লাগলেন, এই বলে,

দেখো, একজন বীজ বপনকারী বীজ বপন করতে বের হলো। আর যখন সে বপন করছিল, কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল, আর পাখিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলল। কিছু পড়ল পাথুরে জায়গায়, যেখানে মাটি বেশি ছিল না; আর সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো অঙ্কুরিত হলো, কারণ মাটির গভীরতা ছিল না। আর যখন সূর্য উঠল, তারা দগ্ধ হলো; এবং মূল না থাকায় শুকিয়ে গেল। আর কিছু পড়ল কাঁটার মধ্যে; আর কাঁটাগাছ বেড়ে উঠে তাদের শ্বাসরুদ্ধ করল। কিন্তু অন্যগুলি পড়ল ভালো জমিতে, এবং ফল ফলাল, কেউ শতগুণ, কেউ ষাটগুণ, কেউ ত্রিশগুণ। যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।

আর শিষ্যরা এসে তাঁকে বলল, তুমি তাদেরকে দৃষ্টান্তে কেন কথা বলো?

তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, কারণ স্বর্গের রাজ্যের রহস্যগুলো তোমাদের জানার জন্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে তা দেওয়া হয়নি। কারণ যার আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে, এবং সে আরও প্রাচুর্য পাবে; কিন্তু যার নেই, তার কাছ থেকে যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে। এই জন্যই আমি তাদের কাছে দৃষ্টান্তে কথা বলি: কারণ তারা দেখে, তবু দেখে না; শোনে, তবু শোনে না; আর বোঝেও না। আর তাদের মধ্যেই ইশাইয়ার যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে তা পূরণ হয়, যা বলে, শুনে তোমরা শুনবে, তবু বুঝবে না; দেখে তোমরা দেখবে, তবু উপলব্ধি করবে না। কারণ এই লোকদের হৃদয় মোটা হয়ে গেছে, তাদের কান শ্রবণে ভারী হয়ে গেছে, আর তারা তাদের চোখ বন্ধ করেছে; যেন কোনো সময় তারা তাদের চোখে দেখে, তাদের কানে শোনে, তাদের হৃদয়ে বুঝে ফিরে আসে, আর আমি তাদের আরোগ্য করি।

কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; এবং তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। কারণ সত্যই আমি তোমাদের বলছি, বহু নবী ও ধার্মিক ব্যক্তি তোমরা যা দেখো তা দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেছেন, কিন্তু দেখেননি; এবং তোমরা যা শোনো তা শুনতে, কিন্তু শোনেননি।

অতএব তোমরা বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্ত শুনো।

যখন কেউ রাজ্যের বাণী শোনে কিন্তু তা বোঝে না, তখন দুষ্টজন আসে এবং তার হৃদয়ে যা বোনা হয়েছিল, তা কেড়ে নিয়ে যায়। এই সেই ব্যক্তি, যে পথের ধারে বীজ গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু যে পাথুরে স্থানে বীজ গ্রহণ করেছিল, সে-ই সেই ব্যক্তি যে বাক্য শোনে এবং তৎক্ষণাৎ আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করে; তবু তার নিজের মধ্যে শিকড় নেই, কেবল কিছুদিনই টিকে থাকে; কারণ বাক্যের কারণে ক্লেশ বা উৎপীড়ন উঠলে, সঙ্গে সঙ্গেই সে হোঁচট খায়।

আর যে কণ্টকের মধ্যে বীজ গ্রহণ করল, সে-ই সেই ব্যক্তি যে বাক্য শোনে; কিন্তু এই জগতের চিন্তা ও ধন-সম্পদের প্রতারণা বাক্যটিকে শ্বাসরোধ করে, এবং সে ফলহীন হয়ে যায়।

কিন্তু যে ভালো মাটিতে বীজ পেয়েছিল, সে-ই সেই ব্যক্তি, যে বাক্য শোনে এবং তা বোঝে; সে ফলও দেয় এবং উৎপন্ন করে—কেউ একশো গুণ, কেউ ষাট, কেউ ত্রিশ। মথি ১৩:১-২৩।

একটি বীজ, যা ঈশ্বরের বাক্য, একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ডিএনএ ধারণ করে। ঈশ্বরের বাক্যে কোনো বিষয়ের প্রথম উল্লেখেই সেই বিষয়ের সমস্ত উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই সত্যটি 'প্রথম উল্লেখের নিয়ম' হিসেবে পরিচিত। এই নিয়মটি যত নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করা হয়, ততই এটি আরও নিশ্চিত হয়ে ওঠে।

আলফা ও ওমেগা বিষয়ক আমাদের ব্যাখ্যা এবং ঈশ্বরের বাক্যকে বীজ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার আলোচনায় এগোনোর আগে, মথির যে অংশটি আমরা সদ্য উদ্ধৃত করেছি, সেখান থেকে প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থ নিয়ে আমাদের বিবেচনার জন্য কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় চিন্তা করা উপযুক্ত হবে। সকল নবীই বিশ্বের শেষ সম্পর্কে কথা বলছেন।

> প্রাচীন নবীগণ প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ সময়ের চেয়ে আমাদের সময়ের কথা বেশি বলছেন; অতএব তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের জন্য প্রযোজ্য। 'এখন এই সব ঘটনা তাদের উপর দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘটেছিল; এবং সেগুলি লিখে হয়েছে আমাদের সতর্কতার জন্য, যাদের উপর যুগের পরিসমাপ্তি এসে পড়েছে।' ১ করিন্থীয় ১০:১১। 'তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, বরং আমাদের জন্যই সেই বিষয়গুলি পরিচর্যা করেছিলেন, যা এখন স্বর্গ থেকে প্রেরিত পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আপনাদের কাছে সুসমাচার প্রচারকারীরা আপনাদের জানিয়েছেন; যেগুলির দিকে দেবদূতেরাও গভীরভাবে দৃষ্টি দিতে আকাঙ্ক্ষা করে।' ১ পিতর ১:১২। . . .
>
> "বাইবেলে তার ধনভাণ্ডার এই শেষ প্রজন্মের জন্য সঞ্চয় করে একত্রে বেঁধে রেখেছে। পুরাতন নিয়মের ইতিহাসের সব মহান ঘটনা ও গুরুগম্ভীর কর্মকাণ্ড কলসিয়ার মধ্যে এই শেষ দিনগুলোতে পুনরাবৃত্তি হয়ে এসেছে এবং হচ্ছে।" নির্বাচিত বার্তাসমূহ, বই ৩, ৩৩৮, ৩৩৯।

এই অংশে তিনজন সাক্ষীর (পৌল, পিতর এবং এলেন হোয়াইট) উল্লেখ আছে, যারা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে সকল নবীই পৃথিবীর শেষ সম্পর্কে কথা বলছেন; আর সেটাই সেই সময় যখন প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের গোপন রহস্যের মোহর খোলা হয়। সুতরাং, মথি ১৩ অধ্যায়ে যখন যীশু বললেন, "ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; এবং তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। কারণ আমি তোমাদের সত্যই বলছি, বহু নবী ও ধার্মিক লোক তোমরা যে বিষয়গুলি দেখছ তা দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেছে, কিন্তু দেখেনি; আর তোমরা যে বিষয়গুলি শুনছ তা শুনতে আকাঙ্ক্ষা করেছে, কিন্তু শোনেনি," তখন তিনি সেই একই আশীর্বাদই ব্যক্ত করছিলেন, যা প্রকাশিত বাক্য প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পদে উল্লেখ আছে।

> ধন্য সেইজন, যে পড়ে, এবং ধন্য তারা, যারা এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্যসমূহ শোনে এবং এতে যা লেখা আছে তা পালন করে; কারণ সময় নিকটে। প্রকাশিত বাক্য ১:৩।

যীশু বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্তটি বললেন, এবং তারপর শিষ্যরা সেই দৃষ্টান্ত নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে এল। তবে তাদের যীশুর সঙ্গে কথোপকথনে যাওয়ার আগেই, তিনি তাদের জন্য, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে আমাদের জন্য বলেছিলেন, "যার কান আছে, সে শুনুক।"

যিশু একটি দৃষ্টান্ত বলেন এবং যারা শুনতে ইচ্ছুক তাদের জন্য এক সতর্কবাণী দিয়ে তা শেষ করেন। তারপর শিষ্যদের এমন এক আলোচনায় আনা হয় যেখানে যিশু অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা তুলে ধরেন। তিনি শ্রোতাদের দুই শ্রেণির মধ্যে একটি পার্থক্য নির্দেশ করেন, এবং এ কাজ করতে গিয়ে তিনি যিশাইয়ার পুস্তকের একটি অংশের উল্লেখ করেন, যাতে শ্রোতাদের এই দুই শ্রেণি সম্পর্কে দ্বিতীয় সাক্ষ্য পাওয়া যায় (মনে রাখুন, সবকিছুই যারা শুনবে—তাদের প্রেক্ষিতেই বলা হচ্ছে)। তিনি যে তৃতীয় ভাবনাটি উপস্থাপন

করেন—শ্রোতাদের দুই শ্রেণি এবং দ্বিতীয় সাক্ষ্য হিসেবে যিশাইয়ার পুস্তকের উল্লেখের অতিরিক্ত—তা হলো, ঈশ্বরের বাক্য একটি বীজ। অতএব, যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ে যে প্রকাশ শোনা যায়, তা শোনাদের শোনা উচিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এই সত্য: ঈশ্বরের বাক্য একটি বীজ। প্রথম তিনি পদে দুই ধরনের শ্রোতার কথা আছে, যেমন মথি তেরো অধ্যায়েও শ্রোতার দুইটি শ্রেণি রয়েছে। মথি তেরো কেবল এই বিষয়ে কিছু অন্তর্দৃষ্টি যোগ করে যে, যারা শুনতে অস্বীকার করে তারা কীভাবে না শোনার সিদ্ধান্ত নেয়—তার নানা উপায়। আর যিশাইয়ার সাক্ষ্য আমাদের শোনার কথায় আরও অনেক কিছু যোগ করে।

> রাজা উজিয়ার মৃত্যুর বছরে আমি প্রভুকেও দেখলাম—তিনি সিংহাসনে আসীন, উচ্চ ও উত্তোলিত, আর তাঁর বস্ত্রের ঘেরে মন্দিরটি পূর্ণ করছিল। তার উপরে সেরাফিমরা দাঁড়িয়ে ছিল; প্রত্যেকের ছয়টি ডানা ছিল—দুটি দিয়ে সে তার মুখ আচ্ছাদিত করত, দুটি দিয়ে তার পা আচ্ছাদিত করত, এবং দুটি দিয়ে উড়ত। এবং একজন আরেকজনকে ডেকে বলল, "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সেনাবাহিনীর প্রভু; সমগ্র পৃথিবী তাঁর মহিমায় পূর্ণ।" আর যে চিৎকার করছিল তার কণ্ঠধ্বনিতে দরজার স্তম্ভগুলি কেঁপে উঠল, এবং গৃহটি ধোঁয়ায় পূর্ণ হয়ে গেল।
>
> তখন আমি বললাম, হায়, আমার সর্বনাশ! কারণ আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত; কারণ আমি অপবিত্র ওষ্ঠের মানুষ, এবং আমি অপবিত্র ওষ্ঠের এক জাতির মধ্যে বাস করি; কেননা আমার চোখ রাজা, সেনাবাহিনীর প্রভুকে দেখেছে।
>
> তখন সেরাফদের একজন আমার দিকে উড়ে এল; তার হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার ছিল, যা সে বেদি থেকে চিমটা দিয়ে নিয়েছিল। সে তা আমার মুখে ছোঁয়াল এবং বলল, দেখ, এটি তোমার ঠোঁট স্পর্শ করেছে; তোমার অধর্ম অপসারিত হয়েছে, এবং তোমার পাপ পরিশুদ্ধ হয়েছে।
>
> আর আমি প্রভুর কণ্ঠ শুনলাম; তিনি বললেন, আমি কাকে পাঠাব, আর আমাদের হয়ে কে যাবে? তখন আমি বললাম, আমি এখানে; আমাকে পাঠান।
>
> আর তিনি বললেন, যাও, এই জাতিকে বলো: তোমরা শোনো বটে, কিন্তু বোঝো না; তোমরা দেখো বটে, কিন্তু উপলব্ধি করো না। এই জাতির হৃদয় স্থূল করো, তাদের কান ভারী করো, তাদের চোখ বন্ধ করো; নচেৎ তারা তাদের চোখে দেখে, তাদের কানে শোনে, তাদের হৃদয়ে বোঝে, ফিরে আসে এবং আরোগ্য পায়।
>
> তখন আমি বললাম, প্রভু, কতদিন? এবং তিনি উত্তর দিলেন, যতক্ষণ না নগরসমূহ বাসিন্দাহীন হয়ে উজাড় হয়, এবং ঘরবাড়িতে কোনো মানুষ না থাকে, এবং দেশ সম্পূর্ণভাবে বিরান হয়ে যায়, এবং প্রভু মানুষদের দূরে সরিয়ে দেন, এবং দেশের মাঝখানে মহা পরিত্যাগ থাকে। তথাপি তাতে এক-দশমাংশ থাকবে, এবং তা ফিরে আসবে, এবং তা ভক্ষিত হবে: যেমন টেইল গাছ, এবং ওক গাছ, যখন তারা পাতা ঝরায়, তখন যাদের গুঁড়িতে সারবস্তু থাকে: তেমনি পবিত্র বীজ হবে তার সারবস্তু। ইসায়া ৬:১-১৩।

অবশ্যই, ইশাইয়ার এই অংশটি যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলে, তাদের গভীরতার দিক থেকে একেবারেই বিস্ময়কর। এই বিষয়গুলোর অনেকগুলোই হাবাক্কূকের সারণিগুলিতে বারবার আলোচিত হয়েছে, তাই আমরা কেবল ওই অংশ থেকে এমন কয়েকটি দিক সংক্ষেপে তুলে ধরব, যা যীশুর তাঁর বাক্যকে বীজ বলে উল্লেখের প্রসঙ্গে আমাদের বিবেচনাকে সমর্থন করে।

এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এই অংশে যিশাইয়াহ একজন নবীর প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং সেইজন্য সময়ের শেষে ঈশ্বরের লোকদেরও প্রতিনিধিত্ব করেন। আমাদের বক্তব্যের দৃষ্টিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, যিশাইয়াহ এমন এক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা পাপের মধ্যে বাস করছিল, অথচ ঈশ্বরের মণ্ডলীর ভেতরেই সক্রিয় ছিল। যিশাইয়াহ ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত, তিনি নিজের পাপময়তা চিনতে পারেননি। তিনি লাওদিকীয় ছিলেন, তিনি অন্ধ ছিলেন।

ইশাইয়া অন্যদের পাপকে তিরস্কার করছিলেন; কিন্তু এখন তিনি দেখলেন, তাদের উপর যে দণ্ডাদেশ তিনি ঘোষণা করছিলেন, তিনি নিজেই সেই একই দণ্ডাদেশের মুখোমুখি। ঈশ্বর-উপাসনায় তিনি এক শীতল, প্রাণহীন আচারেই সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রভুর দর্শন লাভ না করা পর্যন্ত তিনি এটি জানতেন না। পবিত্রস্থানের পবিত্রতা ও মহিমার দিকে চেয়ে তিনি দেখলেন, তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভা কতখানি ক্ষুদ্র বলে প্রতীয়মান হলো। তিনি কত অযোগ্য! পবিত্র সেবার জন্য কত অনুপযুক্ত! নিজের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রেরিত পৌলের ভাষায়ই প্রকাশ করা যেতে পারে: ‘হে হতভাগা মানুষ আমি! এই মৃত্যুর দেহ থেকে আমাকে কে উদ্ধার করবে?’

কিন্তু তাঁর দুঃসময়ে যিশাইয়কে সহায়তা পাঠানো হলো। ‘তখন সেরাফদের একজন আমার কাছে উড়ে এলেন, তাঁর হাতে জ্বলন্ত কয়লা ছিল, যা তিনি বেদি থেকে চিমটা দিয়ে নিয়েছিলেন; তিনি সেটি আমার মুখে স্পর্শ করিয়ে বললেন, দেখ, এটি তোমার ওষ্ঠকে স্পর্শ করেছে; তোমার অপরাধ দূর হয়েছে, আর তোমার পাপ শুদ্ধ হয়েছে।’ যিশাইয় ৬:৬, ৭।

ইশাইয়াকে দেওয়া দর্শনটি শেষ কালে ঈশ্বরের লোকদের অবস্থা চিত্রিত করে। বিশ্বাসের দ্বারা তারা স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে যে কাজ এগিয়ে চলছে তা দেখার সৌভাগ্য পায়। 'স্বর্গে ঈশ্বরের মন্দির খুলে গেল, আর তাঁর মন্দিরে তাঁর চুক্তির সিন্দুক দেখা গেল।' যখন তারা বিশ্বাসের চোখে পরমপবিত্র স্থানে দৃষ্টি দিয়ে এবং স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে খ্রীষ্টের কাজ দেখে, তখন তারা বোঝে যে তারা অপবিত্র ঠোঁটের লোক—একটি জাতি, যাদের ঠোঁট প্রায়ই নিরর্থক কথা বলেছে, এবং যাদের প্রতিভা পবিত্র করা হয়নি এবং ঈশ্বরের মহিমার জন্য নিয়োজিতও হয়নি। খ্রীষ্টের মহিমান্বিত চরিত্রের পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের সঙ্গে যখন তারা তাদের নিজের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার তুলনা করে, তখন নিরাশ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি তারা, ইশাইয়ার মতো, প্রভু যে ছাপ হৃদয়ে রাখতে চান তা গ্রহণ করে, যদি তারা ঈশ্বরের সামনে নিজেদের আত্মাকে নম্র করে, তবে তাদের জন্য আশা আছে। সিংহাসনের উপরে প্রতিজ্ঞার রংধনু রয়েছে, এবং ইশাইয়ার জন্য যে কাজটি করা হয়েছিল তা তাদের মধ্যেও সম্পন্ন হবে। পশ্চাত্তাপী হৃদয় থেকে যে প্রার্থনা ওঠে, ঈশ্বর তার উত্তর দেবেন।

"ঈশ্বরের এই মহান ও গম্ভীর কর্মের উদ্দেশ্য হলো স্বর্গীয় শস্যাগারের জন্য শস্যের আঁটিগুলো একত্র করা; কারণ পৃথিবী প্রভুর মহিমায় পরিপূর্ণ হবে। অতএব ব্যাপ্ত অধার্মিকতা দেখে এবং অশুচি ঠোঁট থেকে বের হওয়া কথা শুনে কেউ যেন হতবিহ্বল না হয়। যখন অন্ধকারের শক্তিসমূহ ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়; যখন শয়তান শেষ মহাসংঘর্ষের জন্য তার বাহিনী জড়ো করবে, এবং তার ক্ষমতা বৃহৎ ও প্রায় অভিভূতকর বলে মনে হবে, [তখন] ঈশ্বরীয় মহিমার সুস্পষ্ট দর্শন—উচ্চ ও উত্তোলিত সিংহাসন, প্রতিশ্রুতির ধনুকে খচিত খিলানে বেষ্টিত—সান্ত্বনা, নিশ্চয়তা এবং শান্তি দান করবে।" রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২২ ডিসেম্বর, ১৮৯৬।

দর্শনটি "শেষ দিনগুলিতে ঈশ্বরের লোকদের অবস্থাকে উপস্থাপন করে"। শেষ দিনগুলিতে ঈশ্বরের লোকেরা লাওদিকীয়।

> আর লাওদিকীয়দের মণ্ডলীর স্বর্গদূতকে লিখ; এই কথা বলেন আমেন, বিশ্বস্ত ও সত্য সাক্ষী, ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি: আমি তোমার কাজ জানি, যে তুমি না ঠান্ডা, না গরম; ইচ্ছা করতাম তুমি ঠান্ডা অথবা গরম হত। তাই, যেহেতু তুমি কুসুমগরম, এবং না ঠান্ডা, না গরম, আমি তোমাকে আমার মুখ থেকে উগরে দেব। কারণ তুমি বলো, আমি ধনী, সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছি, এবং আমার কিছুই প্রয়োজন নেই; আর তুমি জান না যে তুমি শোচনীয়, করুণ, দরিদ্র, অন্ধ, ও নগ্ন। আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি আমার কাছ থেকে আগুনে পরিশোধিত সোনা কিনে নাও, যাতে তুমি ধনী হও; এবং শুভ্র বস্ত্র, যাতে তুমি পরতে পারো, এবং তোমার নগ্নতার লজ্জা যেন প্রকাশ না পায়; আর চোখের মলম নিয়ে তোমার চোখে মেখে নাও, যাতে তুমি দেখতে পারো।
>
> যাদেরকে আমি ভালোবাসি, তাদেরকেই আমি ভর্ৎসনা ও শাসন করি; অতএব উৎসাহী হও এবং পশ্চাত্তাপ কর। দেখো, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছি; যদি কেউ আমার কণ্ঠ শোনে এবং দরজা খোলে, তবে আমি ভিতরে এসে তার সঙ্গে ভোজন করব, আর সেও আমার সঙ্গে। যে জয়লাভ করে, তাকে আমি আমার সিংহাসনে আমার সঙ্গে বসার অধিকার দেব; যেমন আমি নিজেও জয়লাভ করেছি এবং আমার পিতার সঙ্গে তাঁর সিংহাসনে বসেছি।
>
> যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীদের যা বলেন। প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪-২২।

লাওদিকীয়দের গির্জার উদ্দেশে দেওয়া বার্তাটি একটি চমকপ্রদ নিন্দা, এবং এটি বর্তমান সময়ে ঈশ্বরের লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

'লাওদিকিয়াদের মণ্ডলীর স্বর্গদূতকে লিখ: এই কথা বলেন আমেন, সেই বিশ্বস্ত ও সত্য সাক্ষী, ঈশ্বরের সৃষ্টির আরম্ভ: আমি তোমার কর্ম জানি— তুমি না ঠান্ডা, না গরম; আহা, তুমি যদি ঠান্ডা কিংবা গরম হতে! অতএব, তুমি যেহেতু কুসুমগরম, এবং না ঠান্ডা, না গরম, আমি তোমাকে আমার মুখ থেকে উগরে ফেলে দেব। কারণ তুমি বলছ, আমি ধনী, এবং ধনসম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছি, এবং আমার কিছুই দরকার নেই; আর তুমি জানো না যে তুমি দুর্দশাগ্রস্ত ও শোচনীয়, দরিদ্র, অন্ধ এবং নগ্ন।'

এখানে প্রভু আমাদের দেখাচ্ছেন যে যাদের তিনি জিনগণকে সতর্ক করার জন্য আহ্বান করেছেন সেই সেবকদের মাধ্যমে তাঁর লোকদের কাছে যে বার্তা পৌঁছাতে হবে, তা শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্বাসের বার্তা নয়। এটি কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং প্রতিটি দিকেই ব্যবহারিক। লাওদিকীয়দের উদ্দেশে বার্তায় ঈশ্বরের লোকদের জাগতিক নিশ্চিন্ততার অবস্থায় হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তারা নিশ্চিন্তে আছে, নিজেদেরকে আত্মিক অর্জনের উচ্চতর অবস্থায় আছে বলে বিশ্বাস করে। "কারণ তুমি বল, আমি ধনী, সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছি, আমার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই; এবং তুমি জান না যে তুমি দুর্দশাগ্রস্ত, করুণ, দরিদ্র, অন্ধ ও নগ্ন।"

মানুষের মনে এর চেয়ে বড় ভ্রান্তি আর কীই বা হতে পারে—যখন তারা একেবারেই ভুল, তখনও যে তারা ঠিক আছে, এই আত্মবিশ্বাস! সত্য সাক্ষীর বার্তা ঈশ্বরের লোকদেরকে এক করুণ ভ্রান্তিতে আবিষ্কার করে—তবু সেই ভ্রান্তিতেও তারা আন্তরিক। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাদের অবস্থা যে শোচনীয়, তারা তা জানে না। যাদের উদ্দেশে কথা বলা হয়েছে, তারা যখন নিজেদেরকে উচ্চতর আত্মিক অবস্থায় আছে বলে নিজেদেরই বাহবা দিচ্ছে, তখন সত্য সাক্ষীর বার্তা তাদের আত্মিক অন্ধত্ব, দারিদ্র্য ও দুর্দশার প্রকৃত

> অবস্থার চমকে দেওয়া ভর্ৎসনার মাধ্যমে তাদের নিশ্চিন্ততা ভেঙে দেয়। এত তীক্ষ্ণ ও কঠোর এই সাক্ষ্য ভুল হতে পারে না, কারণ কথা বলছেন সত্য সাক্ষী নিজেই, এবং তাঁর সাক্ষ্য অবশ্যই সঠিক।
>
> "যারা নিজেদের অর্জনে নিশ্চিন্ত বোধ করে এবং আত্মিক জ্ঞানে নিজেদের ধনী মনে করে, তাদের পক্ষে সেই বার্তা গ্রহণ করা কঠিন, যা ঘোষণা করে যে তারা প্রতারিত হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকে আত্মিক অনুগ্রহের প্রয়োজন আছে। অপবিত্রীকৃত হৃদয় 'সব কিছুর উপরে প্রতারণাময় এবং অত্যন্ত দুষ্ট'। আমাকে দেখানো হয়েছিল যে অনেকে নিজেদের ভাল খ্রিস্টান মনে করে আত্মতুষ্ট হচ্ছে, অথচ তাদের যীশুর কাছ থেকে আলোর একটি কিরণও নেই। ঐশ্বরিক জীবনে তাদের নিজস্ব কোনো জীবন্ত অভিজ্ঞতা নেই। আত্মার মূল্যবান অনুগ্রহগুলি অর্জনের জন্য আন্তরিক ও অধ্যবসায়ী প্রচেষ্টার প্রকৃত প্রয়োজন তারা অনুভব করার আগে, ঈশ্বরের সামনে তাদের গভীর ও সম্পূর্ণ আত্ম-নম্রতার কাজের প্রয়োজন।" টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৩, ২৫২, ২৫৩।

তার লাওদিকীয় অবস্থা থেকে রূপান্তরিত হওয়ার পর, তিনি বিশ্বের কাছে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা পৌঁছে দিতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন। অধ্যায় ছয়ের তৃতীয় পদ যিশাইয়ার ভাববাদীমূলক ইতিহাসকে প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ের ভাববাদীমূলক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে, যখন সেই স্বর্গদূত নেমে এসে তার মহিমায় পৃথিবীকে আলোকিত করে।

> আর এই সবের পরে আমি দেখলাম, স্বর্গ থেকে আর এক দেবদূত নেমে এল; তার কাছে মহাশক্তি ছিল, এবং তার মহিমায় পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠল। প্রকাশিত বাক্য ১৮:১।

প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের দূত যখন অবতরণ করেন, সেই সময়ে ঈশাইয়া ঈশ্বরের লোকদের প্রতিনিধিত্ব করছেন; কারণ যখন তাঁকে স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে নেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি সেরোফিমদের এই ঘোষণা শুনেছিলেন: "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সেনাবাহিনীর প্রভু; সমগ্র পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ।" প্রকাশিত বাক্যে যোহনের মতোই, ঈশাইয়া সেই ঈশ্বরের লোকদের প্রতিনিধিত্ব করেন যারা চূড়ান্ত সতর্কতার বার্তা ঘোষণা করে। যোহন ঈশ্বরের লোকদের "অবশিষ্ট" বলেছেন এবং ঈশাইয়া তাঁদের "দশ ভাগের এক ভাগ," অর্থাৎ "দশমাংশ" বলে উল্লেখ করেছেন। হিব্রুতে মূল শব্দটির অর্থ "দশমাংশ দেওয়া"।

'কতদিন?' এই ভাববাদী প্রশ্নটি, যা যিশাইয়া করেছিলেন, ঈশ্বরের বাক্যে বারবার করা হয়েছে (আর সংক্ষেপের খাতিরে, 'কতদিন?' প্রশ্নের উত্তর হলো—এটি যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় রবিবার আইনের আগমনকে নির্দেশ করে)। এলেন হোয়াইটের মতে, সেই সময় 'জাতীয় ধর্মত্যাগের পরে আসবে জাতীয় ধ্বংস,' এবং যিশাইয়ার মতে, সেটি তখন হবে যখন 'শহরগুলো বাসিন্দাহীন হয়ে বিরান হবে, ঘরবাড়িগুলো মানুষশূন্য থাকবে, আর দেশ সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যাবে; আর প্রভু মানুষদের দূরে সরিয়ে দেবেন, এবং দেশের মাঝখানে এক মহা পরিত্যাগ ঘটবে।' 'দেশের মাঝখানে মহা পরিত্যাগ' বলতে দানিয়েল ১১:৪১ অনুযায়ী রবিবার আইনের সময় যে 'অনেকে' পতিত হবে, তাদেরই বোঝায়। এরা যিশাইয়া ছয় এবং মথি তেরো অধ্যায়ের সেই ব্যক্তিরা, যাদের চোখ আছে তবু দেখে না এবং কান আছে তবু শোনে না; আর প্রকাশিত বাক্য তিন অধ্যায়ে লাওদিকিয়ার মণ্ডলীর প্রতি যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তা যারা প্রত্যাখ্যান করে তারাও এর অন্তর্ভুক্ত।

> সে সুন্দর দেশেও প্রবেশ করবে, আর অনেক দেশ ধ্বংস হবে; কিন্তু এরা তার হাত থেকে রক্ষা পাবে—এদোম, মোয়াব এবং অম্মোনীয়দের প্রধান। দানিয়েল ১১:৪১

ইশাইয়া তাঁর পবিত্রস্থানে যীশু খ্রীষ্টের একটি দর্শন পেয়েছিলেন, যেমনটি প্রকাশিত বাক্যে যোহনও পেয়েছিলেন। ইশাইয়া সেই "দশমাংশ"কে প্রতিনিধিত্ব করেন, যা "ফিরে আসে" এবং গাছের ন্যায় "খাওয়া হবে"। "খাওয়া হবে" হিসেবে যে হিব্রু শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে, তার অর্থ আগুনে গ্রাস করা। তবুও সেই "দশমাংশ"-এর মধ্যে এমন এক "সারসত্তা" রয়েছে, যা আগুন গ্রাস করে না। স্পষ্টতই বাকি নয়-দশমাংশের মধ্যে সেই সারসত্তা ছিল না? টেইল ও ওক গাছকে খেয়ে ফেলে ও গ্রাস করে বলে যে আগুনের কথা বলা হয়েছে, তা হলো মালাখির গ্রন্থে বর্ণিত সেই চুক্তির দূতের আগুন, যিনি হঠাৎ তাঁর মন্দিরে আসেন।

> দেখ, আমি আমার দূত পাঠাচ্ছি, এবং সে আমার আগে পথ প্রস্তুত করবে; আর সেই প্রভু, যাঁকে তোমরা সন্ধান কর, তিনি হঠাৎ তাঁর মন্দিরে আসবেন— অর্থাৎ সেই চুক্তির দূত, যাঁতে তোমরা আনন্দ পাও। দেখ, তিনি আসবেন, সেনাবাহিনীর প্রভু বলেন।
>
> কিন্তু তাঁর আগমনের দিনে কে টিকে থাকবে? এবং তিনি প্রকাশিত হলে কে দাঁড়াতে পারবে? কারণ তিনি পরিশোধকের আগুনের মতো, ধোপার সাবানের মতো; এবং তিনি রূপার পরিশোধক ও শোধনকারী হিসেবে বসবেন; তিনি লেবির পুত্রদের শুদ্ধ করবেন এবং সোনা ও রূপার মতো তাদের পরিশোধন করবেন, যাতে তারা ধার্মিকতায় প্রভুর কাছে উৎসর্গ আনতে পারে। তখন যিহূদা ও যিরূশালেমের উৎসর্গ প্রভুর কাছে প্রীতিকর হবে, প্রাচীন দিনের মতো ও পূর্বকার বছরের মতো। মালাখি ৩:১-৪।

ইশাইয়ার 'দশভাগের এক ভাগ' (যা দশমাংশ) মালাখির 'ধার্মিকতার অর্ঘ্য'ও বটে। মালাখির অর্ঘ্য হলো ঈশ্বরের লোকেরা, যাদের 'লেবির পুত্রগণ' হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে; তারা অগ্নি দ্বারা শোধিত হয়ে 'ধার্মিকতার অর্ঘ্য' প্রদান করে, এবং ইশাইয়ার সাক্ষ্যে আগুনে যারা 'ভক্ষিত' হয় তারা হলো সেই দশভাগের এক ভাগ, অথবা দশমাংশ।

> আমাকে প্রদত্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুসারে, একজন জ্ঞানী প্রধান স্থপতি হিসেবে আমি ভিত্তি স্থাপন করেছি, আর অন্যজন তার উপর নির্মাণ করে। কিন্তু প্রত্যেকে সাবধান থাকুক, সে কীভাবে তার উপর নির্মাণ করে। কারণ যে ভিত্তি ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে—যা হল যীশু খ্রিষ্ট—তার বাইরে আর কোনো ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না। এখন যদি কেউ এই ভিত্তির উপর সোনা, রূপা, রত্ন, কাঠ, খড়, খড়কুটো দিয়ে নির্মাণ করে; প্রত্যেকের কাজ প্রকাশিত হবে, কারণ সেই দিন তা প্রকাশ করবে, যেহেতু তা আগুনের দ্বারা প্রকাশ পাবে; এবং আগুন প্রত্যেকের কাজকে পরীক্ষা করবে—সেটি কেমন ধরনের। ১ করিন্থীয় ৩:১০-১৩।

পল এখানে ঘোষণা করেন যে প্রত্যেক মানুষের কাজ "আগুন" দ্বারা প্রকাশ পাবে। মালাখি গ্রন্থে আগুন অমেধ্য পুড়িয়ে দেয়। ইশাইয়া গ্রন্থে "দশমাংশ"-এর শুদ্ধিকরণ ঘটে "যখন" তারা তাদের পাতা ঝরিয়ে ফেলে। পাতা হলো গোপন পাপ, ভণ্ডামি ও দম্ভের প্রতীক, যার সাক্ষ্য দিয়েছেন আদাম ও ঈভা।

ইশাইয়ার "দশমাংশ"-এর মধ্যে এমন এক সারবস্তু আছে যা পুড়িয়ে ফেলা যায় না, এবং সেই সারবস্তুটি হলো "পবিত্র বীজ"। তাদের অন্তরে খ্রিস্ট আছেন, মহিমার আশা। ইশাইয়া নিজে "পবিত্র বীজ", এবং তিনি যে "দশমাংশ" চিহ্নিত করছেন, তিনিও সেই "দশমাংশ"। "পবিত্র বীজ" ও "দশমাংশ" উভয়ই তাঁর পবিত্রস্থানে যীশু খ্রিস্টের প্রকাশের মাধ্যমে লাওদিকীয় অবস্থা থেকে ফিলাদেলফীয় অবস্থায় ফিরে আসে।

ঈশ্বরের মহিমার সেই দর্শন, যা ইশাইয়াকে এই বলে চিৎকার করতে বাধ্য করে যে তিনি বিনষ্ট, তিনি অশুচি এবং ক্ষমার প্রয়োজন এমন এক পাপী—সেটি ঘটে স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে, যখন

গাছগুলি তাদের পাতা ঝরিয়ে দেয়। "cast" শব্দের অর্থ "বের করে দেওয়া" বা কোনো গাছকে "কেটে ফেলো"। এখানে লাওদিকিয়ার বহিষ্কারই চিত্রিত হয়েছে। একটি "দশমাংশ" বা অবশিষ্ট দল মালাখির "চুক্তির দূত" যে শুদ্ধিকরণের "অগ্নি" এনে দেন, তার মধ্য দিয়ে যাবে; ফলে তাদের মানবীয় কাজকর্ম আত্মিকভাবে পুড়ে সাফ হয়ে যাবে, এবং যে "সারবস্তু" পুড়িয়ে নষ্ট করা যায় না—অর্থাৎ "পবিত্র বীজ"—শুধু সেটোই অবশিষ্ট থাকবে। যারা শুনতে অস্বীকার করবে তারা মৃত শুকনো পাতার মতোই ফেলে দেওয়া হবে, অথবা প্রভুর মুখ থেকে উগরে ফেলা হবে।

যীশু হলেন পবিত্র বীজ, এবং একটি বীজের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছ উৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ডিএনএ থাকে। ঈশ্বরের বাক্য একটি বীজ; অতএব ঈশ্বরের বাক্যে কোনো বিষয়ের প্রথম উল্লেখে সেই বিষয়কে বিশ্বাসীর মধ্যে পূর্ণ পরিপক্বতায় আনতে যে সমস্ত তথ্য প্রয়োজন, তা সবই নিহিত থাকে—যদি তা সঠিকভাবে বোঝা যায়।

ইশায়া গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় এমন এক জাতিকে চিহ্নিত করে, যারা সেই সময়কালে ‘শুনবে’ না—যে সময়ে যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশনার বার্তায় আশীর্বাদ পেতে হলে অবশ্যই শুনতে হয়। যাদের কথা যিশু উল্লেখ করছিলেন, তারা ছিলেন ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি; তারা ছিলেন তাঁর বধূ; তারা ছিলেন তাঁর চুক্তির জনগণ; তারা ছিলেন প্রাচীন ইস্রায়েল।

প্রাচীন ইসরায়েল বা প্রথম ইসরায়েল আধুনিক ইসরায়েল বা শেষ ইসরায়েলকে প্রতীকায়িত করে। পৃথিবীর শেষ সময়ে ঈশ্বরের লোকেরা হলো সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্টরা—তাঁর মনোনীত জাতি, তাঁর পত্নী, তাঁর চুক্তির জনগণ—আধুনিক ইসরায়েল। যিশাইয়ার ইতিহাসের সাক্ষ্য, খ্রিস্টের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে, দুটি সাক্ষ্য প্রদান করে যা প্রতিষ্ঠা করে যে পৃথিবীর শেষ সময়ে সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিজম লাওদিকিয়ার প্রতি বার্তায় যে রূপে উপস্থাপিত হয়েছে, ঠিক তেমন এক হারিয়ে যাওয়া ও উদ্ধার-অযোগ্য 'অবস্থায়' থাকবে।

তাঁরা প্রকৃতপক্ষে উদ্ধারঅযোগ্য নন, কিন্তু কেবল তাঁদের লাওদিকীয় অবস্থায়ই উদ্ধারঅযোগ্য, যেমন ইশাইয়া তাঁর অভিজ্ঞতার আগে ছিলেন এবং যেমন খ্রিষ্টের ইতিহাসে ইহুদিরাও ছিলেন।

একটি বিষয় যা একজন লাওদিকীয়কে 'শুনতে' হবে তা হলো বীজ বপনকারীর উপমা। সেই উপমায় তাঁকে 'শুনতে' হবে যে ঈশ্বরের বাক্য একটি 'বীজ', একটি পবিত্র বীজ। যখন সেটি 'শোনা' হয়, তখন একটি ভিত্তি স্থাপিত হয় যা 'প্রকাশিত বাক্য'-এর গুপ্ত বার্তাটি উন্মোচিত হতে শুরু করে; কারণ সেই বার্তাটি নিহিত আছে এই গভীর উপলব্ধির মধ্যে যে যিশুই আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত। অন্তের সঙ্গে আদির সম্পর্ক বোঝার মধ্যে এই বোঝাও অন্তর্ভুক্ত যে যিশুই হলেন বাক্য, এবং তিনিই বীজ।

> আদিতে বাক্য ছিল, এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, এবং বাক্যই ঈশ্বর। তিনি আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত কিছুই তাঁর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে; এবং তাঁকে ছাড়া কিছুই সৃষ্টি হয়নি। তাঁর মধ্যে জীবন ছিল; আর সেই জীবন ছিল মানুষের আলো। আর আলো অন্ধকারে জ্বলে; কিন্তু অন্ধকার তা গ্রহণ করে না। যোহন ১:১-৫।
>
> এখন আব্রাহাম ও তাঁর বংশধরের কাছে প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেননি, ‘বংশধরদের কাছে,’ যেন অনেকের কথা; বরং একজনের কথা বলে বলছেন, ‘আর তোমার বংশধরের কাছে,’ যিনি খ্রীষ্ট। গালাতীয়দের ৩:১৬.

শুরু ও শেষের সম্পর্ক বোঝার জন্য “প্রথম উল্লেখের নিয়ম” বোঝা জরুরি। “প্রথম উল্লেখের নিয়ম” বলে যে কোনো বিষয়ের সূচনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ, কারণ সেখানে পুরো গল্পটি নিহিত থাকে; ঈশ্বরের বাক্য হিসেবে এটি এক বীজ। শেষ উল্লেখটি গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয়, এই অর্থে যে সেখানে গল্পের সব উপাদান একত্রে গাঁথা হয়, ফলে কোনো খোলা প্রান্ত অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু কোনো বিষয়ের মধ্যবর্তী উল্লেখগুলোই গল্পে শক্তি ও স্বচ্ছতা যোগ করে, এবং সে অর্থে মধ্যভাগটিও শুরু বা শেষের মতোই অপরিহার্য।

এই বিষয় নিয়ে বলার মতো আরও অনেক কিছু আছে, কিন্তু মথি ১৩-এর অংশে ফিরে গেলে আমরা দেখি যে যিশু যারা শোনে বা শোনে না—এমন দুই শ্রেণির মানুষকে চিহ্নিত করছেন। তিনি না শোনার একাধিক উপায়ও চিহ্নিত করেন, কিন্তু পরে যারা শোনে তাদের ওপর তিনি আশীর্বাদ ঘোষণা করেন।

> কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; আর তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। কারণ আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, বহু নবী ও ধার্মিক লোক সেই বিষয়গুলি দেখতে চেয়েছিলেন, যা তোমরা দেখছ, কিন্তু দেখেননি; এবং সেই বিষয়গুলি শুনতে চেয়েছিলেন, যা তোমরা শুনছ, কিন্তু শোনেননি। অতএব বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্ত শোন। মথি ১৩:১৬–১৮।

ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে, অতএব এই "আশীর্বাদ" প্রকাশিত বাক্য ১:৩-এর সেই একই আশীর্বাদ:

> ধন্য সেই ব্যক্তি, যে পড়ে; আর ধন্য তারা, যারা এই ভাববাণীর কথা শোনে এবং তাতে যা লেখা আছে তা পালন করে; কারণ সময় নিকটে।

মথি ১৩-এ ইশাইয়া ৬-এর প্রতি যীশুর উল্লেখ, এলেন হোয়াইটের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে, এ কথা নিশ্চিত করে যে পৃথিবীর শেষ কালে এমন কিছু বিষয় থাকবে যা দেখা ও শোনা যাবে, এবং সেগুলো এতই বিস্ময়কর ছিল যে বহু ধার্মিক মানুষ ও নবীরা সেই সময়ে বাঁচতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, যখন চূড়ান্ত সতর্কবাণী উন্মোচিত হওয়ার কথা ছিল, এবং তখন লোকেরা সেগুলোকে "দেখবে" ও "শুনবে"।

দশম অধ্যায়ে ‘সাতটি বজ্রধ্বনি’ যা উচ্চারণ করেছিল, তা সিলমোহর করে রাখতে জনকে বলা হয়েছিল; আর বাইশতম অধ্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে, ‘এই পুস্তকের ভাববাণীর বাক্যগুলিকে সিলমোহর কোরো না; কারণ সময় নিকটে।’ পরবর্তী পদে মানবের অনুগ্রহকাল সমাপ্তির কথা চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুগ্রহকাল শেষ হওয়ার ঠিক আগে ‘সাতটি বজ্রধ্বনি’র মোহর খোলার একটি ঘোষণা থাকে, যা সেই সময়ে প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে একমাত্র অংশ হিসেবে সিলমোহর করা ছিল। ‘সাতটি বজ্রধ্বনি’ সম্পর্কে আমাদের জানানো হয়েছে যে, এগুলি অ্যাডভেন্টবাদের শুরু ও শেষকে প্রতিনিধিত্ব করে।

> যোহনকে দেওয়া যে বিশেষ আলো সাতটি বজ্রধ্বনিতে প্রকাশিত হয়েছিল, তা ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার অধীনে সংঘটিত হবে এমন ঘটনাবলীর একটি রূপরেখা। . . .
>
> "সাত বজ্র তাদের বাণী উচ্চারণ করার পর, ছোট পুস্তক সম্বন্ধে দানিয়েলের মতোই যোহনের কাছে একটি নির্দেশ আসে: 'সাত বজ্র যা উচ্চারণ করেছে, সেই বিষয়গুলি সিলমোহর করে রাখো।' এগুলি ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির সঙ্গে সম্পর্কিত, যা ক্রমানুসারে

> প্রকাশিত হবে। সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেল কমেন্টারি, খণ্ড ৭, ৯৭১।"

সাতটি বজ্রধ্বনি ১৭৯৮ সাল থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ইতিহাসে অ্যাডভেন্টবাদের সূচনালগ্নের ঘটনাবলীর প্রতিনিধিত্ব করে, এবং উপরোক্ত একই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে সাতটি বজ্রধ্বনি "ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত, যা তাদের ক্রম অনুযায়ী প্রকাশিত হবে।" অ্যাডভেন্টবাদের প্রারম্ভিক ইতিহাস অ্যাডভেন্টবাদের সমাপ্তিকে চিত্রিত করে, কারণ যিশু খ্রিস্ট, আলফা ও ওমেগা হিসেবে, অ্যাডভেন্টবাদের সমগ্র ইতিহাসে তাঁর স্বাক্ষর রাখেন, কারণ এটি যেমন পবিত্র একটি ইতিহাস, তেমনই ছিল প্রাচীন ইস্রায়েলের ইতিহাস।

মথি রচিত সুসমাচারের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যিশুর মতে, এই ঘটনাগুলোই সেইসব যা নবীরা দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, এবং যেগুলো জানার জন্য শিষ্যরা ধন্য হয়েছিলেন। সেই শিষ্যরা জগতের অন্তকালে ঈশ্বরের লোকদের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা যা দেখে ও শোনে তার জন্য ধন্য। তারা যা দেখে ও শোনে, তা যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশের বার্তা, যা আবার সাত বজ্রধ্বনির বার্তায়ও প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে; এবং সেটি মিলারীয় ইতিহাস ও এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাস—উভয়কেই প্রতিনিধিত্ব করে।

> ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের মধ্যে দেওয়া সব বার্তাকে এখন আরও জোরালো করে উপস্থাপিত করতে হবে, কারণ অনেকেই দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। বার্তাগুলো সব গির্জায় পৌঁছাতে হবে।
>
> খ্রিস্ট বললেন, 'ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; এবং তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। কারণ আমি সত্যিই তোমাদের বলছি, বহু নবী ও ধার্মিক মানুষ আকাঙ্ক্ষা করেছে সেই বিষয়গুলো দেখতে যা তোমরা দেখছ, কিন্তু তারা সেগুলো দেখেনি; এবং সেই বিষয়গুলো শুনতে যা তোমরা শুনছ, কিন্তু তারা সেগুলো শোনেনি' [Matthew 13:16, 17]. ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে যা যা দেখা গিয়েছিল, সেগুলো যে চোখ দেখেছিল, তারা ধন্য।
>
> "বার্তাটি দেওয়া হয়েছে। আর বার্তাটি পুনরায় দেওয়ায় কোনো বিলম্ব হওয়া উচিত নয়, কারণ সময়ের লক্ষণসমূহ পূর্ণতা লাভ করছে; সমাপনী কাজটি করতেই হবে। অল্প সময়ে একটি মহান কাজ সম্পন্ন হবে। ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ী শীঘ্রই এমন এক বার্তা দেওয়া হবে, যা ক্রমে এক জোরালো আহ্বানে পরিণত হবে। তখন দানিয়েল তাঁর অংশে দাঁড়িয়ে তাঁর সাক্ষ্য দেবেন।" Manuscript Releases, খণ্ড ২১, ৪৩৭.

এলেন হোয়াইট বলেন, খ্রিষ্ট যে ইতিহাসকে ধার্মিকেরা দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন বলে চিহ্নিত করেছিলেন, সেটিই ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের মিলারাইটদের ইতিহাস; এবং তিনি আরও বলেন যে "ঈশ্বরের বিধানে শীঘ্রই একটি বার্তা দেওয়া হবে, যা প্রসারিত হয়ে এক উচ্চস্বরে আহ্বানে পরিণত হবে।" "উচ্চস্বরে আহ্বান" তৃতীয় স্বর্গদূতের চূড়ান্ত সতর্কবার্তার প্রতীক; এবং যখন সেই বার্তাটি দেওয়া হবে, তখন তা অ্যাডভেন্টবাদের সূচনার ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করবে। চূড়ান্ত সতর্কতার বার্তাটি হলো সেই "বার্তাসমূহ" যা "সব গির্জায় যেতে" হবে, এবং "১৮৪০-১৮৪৪ সালে দেওয়া সমস্ত বার্তা এখন বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হতে হবে।"

আলফা ও ওমেগা শুরুর মাধ্যমে শেষকে তুলে ধরে। এলেন হোয়াইট বলেন, “বার্তাগুলো সব গির্জায় পৌঁছাতে হবে,” এবং যিশু যোহনকে বলেছিলেন, “আমি আলফা ও ওমেগা, প্রথম এবং শেষ; তুমি যা দেখো, তা একটি বইয়ে লিখে এশিয়ায় যে সাতটি গির্জা আছে তাদের কাছে পাঠিয়ে দাও—এফেসুস, স্মির্না, পার্গামোস, থাইয়াতিরা, সার্দিস, ফিলাদেলফিয়া এবং লাওদিকিয়া।”

গরি্জাগুলোর কাছে যা পাঠানো হবে, ১৮৪০ থকেে ১৮৪৪ সাল পর্যন্তরে বার্তাগুলি তার একটি অংশ।